অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : সোলায়মানের গান

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : সোলায়মানের গান

ভূমিকা

লেখক ও নামকরণ

সোলায়মানের গজল কিতাবটি কে লিখেছেন, কখন এটি লেখা হয়েছে, কিতাবটি পাঠ করার সঠিক পদ্ধতি এবং পাক-কিতাবে এই কিতাবটি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য কী – এই সমস্ত প্রশ্নগুলোই একটি আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং অনেক ক্ষেত্রেই এগুলোর জবাবে সৃষ্টি হয় বিতর্কের।

ইহুদী ও ঈসায়ী ঈমানদারদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা মতে ১:১ আয়াত অনুসারে ("এটি সবচেয়ে সুন্দর গজল। এই গজল সোলায়মানের") এই কিতাবটির রচয়িতা বাদশাহ্ সোলায়মান, দাউদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনিই পুরো সোলায়মান কিতাবটি রচনা করেছেন বলে ১ বাদশাহ্ ৪:৩২ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ("তাঁর এক হাজার পাঁচটি গজল ছিল"), যা তাঁর এই কিতাবটিকেও নির্দেশ করে। তবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, সোলায়মানের গজল কিতাবটির ১:১ আয়াত ব্যাকরণগত দিক থেকে বেশ দুর্বোধ্য। বাক্যটির অর্থ আক্ষরিক ভাবে এটিই বোঝায় না যে, সোলায়মানই কিতাবটি রচনা করেছেন, বরং এটিও বোঝানো যেতে পারে যে, সোলায়মানের সম্মানে কিতাবটি রচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ১ বাদশাহ্নামা কিতাব থেকে সোলায়মান সম্পর্কে যা জানা যায় তা এই কিতাবের রচয়িতা হিসেবে সোলায়মানের সম্ভাব্যতার বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, ১ বাদশাহ্ ২ অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হয়েছে কীভাবে সোলায়মানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল (১ বাদশাহ্ ২:৪৬ আয়াত দেখুন), যার পরই আমরা দেখি ১ বাদশাহ্ ৩:১ আয়াত যেখানে বলা হয়েছে "সোলায়মান মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউনের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলেন, তিনি ফেরাউনের কন্যাকে বিয়ে করলেন।" ফেরাউনের কন্যা নিশ্চয়ই কোনভাবেই একজন দেশীয় কন্যা (অর্থাৎ একজন শূলেমীয়) হতে পারেন না, যিনি সোলায়মানের গজল কিতাবের নায়িকা। অবশ্য অনেকেই মনে করে থাকেন যে, ফেরাউনের কন্যাকে বিয়ে করার আগেই সোলায়মান শূলেমীয় কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। একইভাবে সোলায়মানের পরিপূর্ণ হারেমের বর্ণনা (১ বাদশাহ্ ১১:১-৮) তাঁকে ইসরাইল জাতির কাছে দাম্পত্য ভালবাসার ক্ষেত্রে বাজে দৃষ্টান্তে পরিণত করেছে। যদিও অনেকে মনে করেন যে, তাঁর নিজ জীবনের ভুলগুলোকে উপলব্ধি করে সেগুলোকে শুধরানোর চেষ্টা করতে গিয়ে সোলায়মান যে প্রজ্ঞা অর্জন করেছেন তারই প্রতিফলন এই গজল কিতাব। তৃতীয়ত, কিতাবটিকে সোলায়মানের নাম উল্লেখ রয়েছে (১:৫; ৩:৭, ৯, ১১; ৮:১১-১২), কিন্তু অনেকটা দূরবর্তী একজন ব্যক্তি বা একজন আদর্শ হিসেবে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যদিও সোলায়মানই এই কিতাবটি রচনা করেছেন কি না সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায় না, তথাপি এ ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা করা যায় যে, সোলায়মানের রাজত্বকালেই এই কিতাবটি রচনা করা হয়েছে (৯৭১-৯৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। কিতাবটিতে তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁর গৌরবোজ্জ্বল রাজত্ব যেন সে সময় সর্বজন বিদিত ছিল। একই সাথে কাহিনীর নায়িকা হচ্ছে একজন যুবতী শূলেমীয় কন্যা (৬:১৩)। এ থেকে অধিকাংশ ব্যক্তি ধরে নেন যে, কন্যাটি শূনেম গ্রামের অধিবাসী ছিলেন (ইউসা ১৯:১৮; ২ বাদশাহ্ ৪:৮), যা ইষাখরের বংশোদ্ভূত একটি গোষ্ঠী। উপরন্তু সৌন্দর্যের দিক থেকে জেরুশালেমের সাথে তির্ষা নগরীর তুলনা করা হয়েছে (সোলায়মান ৬:৪)। শূনেম এবং তির্ষা নগরী যেখানে অবস্থিত ছিল তা পরবর্তীতে উত্তরের রাজ্য হিসেবে গড়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করলে বলা যেতে পারে, ইসরাইল রাজ্য উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি রাজ্যে বিভক্ত হওয়ার ঠিক আগে, তথা বাদশাহ্ সোলায়মানের মৃত্যুর ঠিক পর পরই (৯৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কিতাবটি রচনা করা হয়।

এ কারণে ৯৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ (যখন সোলায়মানের রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) এবং ৯৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে কিতাবটি রচনা করা হয়েছে এবং সম্ভবত বাদশাহ্ সোলায়মানের নিবিড় পর্যবেক্ষণের অধীনে তা রচিত হয়।

বিষয়বস্তু, শিরোনাম ও ব্যাখ্যা

সোলায়মানের গজল বা সর্বশ্রেষ্ঠ গজল (১:১) কিতাবটিতে খুব সুন্দর ও আবেগীয় কয়েকটি গজল রয়েছে যা প্রাচীন ইসরাইলের একজন যুবক (১:৭ আয়াত অনুসারে একজন মেষপালক) এবং একজন যুবতীর মধ্যকার (১:৮ আয়াত অনুসারে একজন মেষপালিকা) মোহনীয় ভালবাসা প্রকাশ করে। এই পর্যায় পর্যন্ত কোন দ্বিমত দেখা যায় না; কিন্তু সোলায়মানের গজল কিতাবটির মূল বিষয়বস্তু বা মূলভাব কি তা ব্যাখ্যা করতে গিয়েই দ্বিমতের সূত্রপাত ঘটে। বস্তুত সোলায়মানের গজল কিতাবটির বিষয়বস্তু এবং তার ব্যাখ্যা এত বেশি ব্যাপক

ও বিস্তৃত যে, এমনটি কিতাবুল মোকাদ্দসের আর অন্য কোন কিতাবের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এভাবে প্রথম দিককার ইহুদী পণ্ডিতগণ এই কিতাবটিকে ইসরাইল জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র অতুলনীয় ভালবাসার প্রতীকী চিত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এর পর বহু শতাব্দী ধরে ঈসায়ীরা এই কিতাবটিকে দেখে এসেছিলেন মণ্ডলীর প্রতি বা মানুষের প্রতি ঈসা মসীহের ভালবাসা প্রতীক হিসেবে। এর বিপরীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ের অধিকাংশ ধর্মতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, সোলায়মানের গজল আসলে একটি সুনিপুণ কাব্য গ্রন্থ, যার উপজীব্য বিষয়বস্তু নিচের যে কোন একটি হতে পারে: (১) বাদশাহ্‌ সোলায়মান এবং তাঁর শূনেমীয় স্ত্রীর মধ্যকার ভালবাসার সম্পর্ক, অথবা (২) একজন সাধারণ মেষপালক এবং শূনেমীয়া মেষপালিকার মধ্যকার ভালবাসার সম্পর্ক, অথবা (৩) তিনটি চরিত্র সম্বলিত প্রেম কাহিনী, যেখানে রয়েছেন বাদশাহ্‌ সোলায়মান, রাখাল যুবক এবং শূনেমীয়া মেষপালিকা যুবতী। তথাপি আরও অনেকেই বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মনে করে আসছেন যে, সোলায়মানের গজল কিতাবটি মূলত একটি একক প্রেমের কাহিনী নয়, বরং একটি একক বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে রচিত এক গুচ্ছ প্রেমের কাব্য। কিতাবটিকে যদিও বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, তথাপি কেবল একটি দৃষ্টিকোণ থেকে কিতাবটির নোটগুলোকে ব্যাখ্যা করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। সেই সাথে এটিও স্বীকার করা উচিত যে, কিতাবটির অন্যান্য সমস্ত ব্যাখ্যাই কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে এমন বিভিন্ন ঈসায়ী ঈমানদারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

সোলায়মানের গজল কিতাবটি পাঠ। এই নোটগুলো থেকে বোঝা যাবে যে, কিতাবটি পাঠ করতে গেলে পাঠককে নির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করতে হবে এবং একটি কৌশল আরেকটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিশেষত সোলায়মানের গজল কিতাবের ক্ষেত্রে তা বেশ প্রকট: পণ্ডিতদের পরামর্শ মোতাবেক একেক ধরনের পঠনভঙ্গি অনুসরণ করলে কিতাবটির অর্থ একেক রকম হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু কৌশলগুলোর কোনটিই একটির চেয়ে অন্যটি গ্রহণযোগ্য কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এ কারণে এই নোটগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি বিশেষ কৌশল কেন এক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা দেখানো এবং এছাড়া উক্ত অংশ ব্যাখ্যার জন্য আরও কিছু সাধারণ কৌশল উল্লেখ করা।

বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের এই বহুবিধ মতামত ও ব্যাখ্যার কৌশলগুলোকে এক করে অধ্যয়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা, চরিত্র ও সম্পর্ক স্থাপন– এই তিনটি বিষয়ে তিনটি প্রশ্ন দেখা দেয়।

সামঞ্জস্যতা: শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি একটি একক মূলসূর পরিলক্ষিত হয়? সনাতন ব্যাখ্যা পদ্ধতিতে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, কাহিনীর মূলসুর হচ্ছে মেষপালক ও তাঁর বাগদত্তার মধ্যকার প্রেমের উপাখ্যান। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেশ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি অস্বীকার করতে শুরু করেন যে, এই কিতাবে আদৌ কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারাবাহিক গল্প রয়েছে এবং তারা বলেন সোলায়মানের গজল মূলত কয়েকটি প্রেমের গজলের সঙ্কলন। এই ধারণা থেকে কিতাবটিতে গজল শব্দটি উল্লেখ করার ব্যাখ্যা হল, এখানে কয়েকটি গজলের সঙ্কলনে প্রস্তুতকৃত একটি একক বৃহৎ গজলকে বোঝানো হয়েছে। তবে আমাদের এই অধ্যয়ন গ্রন্থে স্পষ্টভাবে আমরা বলতে চাই যে, অবশ্যই সোলায়মানের গজল কিতাবটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সঙ্গতিপূর্ণ ধারাবাহিক কাহিনী রয়েছে। প্রথমত, কাহিনীর শুরুতে প্রেমের শুরুর দিককার কামনা ও আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে বৈবাহিক সম্পর্কের দিকে রূপ নেয়। দ্বিতীয়ত, চরিত্রগুলোর একজন আরেকজনের প্রতি বা আরেকজনের সম্পর্কে কীভাবে কথা বলছে তার মাঝেও সামঞ্জস্য দেখা যায়। এ কারণে সোলায়মানের গজল কিতাবটির শিরোনাম বিচারে একে গজলের সঙ্কলন না বলে “সর্বশ্রেষ্ঠ গজল” হিসেবে ব্যাখ্যা করাই শ্রেয়, ঠিক যেভাবে বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌ বা প্রভুদের প্রভু উপাধিটি প্রয়োগ করা হয়।

চরিত্র: কতগুলো চরিত্র কিতাবে রয়েছে এবং চরিত্রগুলো কী কী? সোলায়মানের গজল কিতাবে চারটি মূল চরিত্র রয়েছে: একজন যুবতী নারী (নায়িকা); রাখাল বা মেষপালক (নায়ক); স্বয়ং বাদশাহ্‌ সোলায়মান; এবং গজল গায়কের একটি দল (অন্যান্য চরিত্র)। ইংরেজী ইএসভি সংস্করণে ১:২ আয়াতের ফুটনোটে যতটা সম্ভব পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ এবং একজন ও বহুবচন বাচক শব্দ ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে বক্তা ও যার প্রতি বক্তব্য রাখা হচ্ছে তার পরিচয় সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে বাদশাহ্‌ সোলায়মান ও রাখাল যুবককে একই চরিত্র হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু ১ বাদশাহ্‌ ৩:১ আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করলে যেভাবে ১ বাদশাহ্‌নামা কিতাবের পরবর্তী অংশে বাদশাহ্‌ সোলায়মানকে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে করে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে বেশ জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় (লেখক ও সময়কাল দেখুন)।

সম্পর্ক স্থাপন: কখন প্রধান দুই চরিত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে? সনাতনী প্রথা অনুসারে প্রেমিক যুগলের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বিয়েতে পরিণতি পায় এবং কেবল মাত্র বিয়ের পরেই তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে, যা কিতাবুল মোকাদ্দসের আদর্শ অনুসারে রীতিসিদ্ধ। এভাবেই বরযাত্রীদের আগমন থেকে শুরু করে বিয়ের দিনের সমস্ত বিষয়গুলোকে সনাতনী পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন সোলায়মান ৩:১১) ৩:৬ থেকে শুরু করে ৪:১৬ আয়াত পর্যন্ত। এক্ষেত্রে ৪:১৬ ও ৫:১ আয়াতে বিবাহ পরবর্তী শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্কের

পূর্ণতা সাধনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আধুনিক কিছু গবেষণা অনুসারে ধারণা করা হয় যে, সোলায়মানের গজল মূলত কয়েকটি প্রেমের গজলের সঙ্কলন এবং এখানে বিয়ের প্রশ্ন ওঠার কোন অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, সোলায়মানের গজল কিতাবের বেশ কয়েকটি জায়গায় প্রেমিক যুগলের মধ্যকার শারীরিক সম্পর্কের আভাস দেওয়া হয়েছে। কিতাবটি যে আসলে একাধিক গজলের সঙ্কলন, এই ধারণাটিকে বাদ দিলে ৩:১ থেকে ৬:৩ আয়াতের সমস্ত বাণীই কথকের স্বপ্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেখানে বিয়ে ও শারীরিক সম্পর্ক কল্পনার আকারেই এসেছে। এ কারণে এই উপলব্ধি বিবেচনা করলে ৫:২-৮ আয়াত আসলে একটি স্বপ্নের অংশ ("আমি নিদ্রিতা ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় জেগে ছিল," ৫:২), এবং অধ্যায় ৭ হচ্ছে বিয়ের পর দম্পতির মধ্যে যে আনন্দ বিরাজ করবে তারই প্রতিফলন (অধ্যায় ৮ দেখুন)। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন সোলায়মানের গজল কিতাবটি পাক-কিতাবের ক্যাননভুক্ত হয়েছে এবং তা মেসাল ৫:১৫-১৯ কিতাবের সাথে চমৎকারভাবে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে বিবাহ পরবর্তী শারীরিক সম্পর্কে নিজেকে আনন্দিত করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শেষ ভাগে বলা হয়েছে, শারীরিক সম্পর্ক একমাত্র বিবাহিত দম্পতির জন্যই বৈধ। এই ভাবধারা অনুসারে বিবেচনা করলে সোলায়মান ৮:৫ আয়াতে সত্যিকার বৈবাহিক সম্পর্ককেই প্রতিফলিত করা হয়েছে। সংযম সাধনের কথা বলার মধ্য দিয়ে এই ধারণাকে সম্মতি জানানো হয়েছে – "তোমরা প্রেমকে কেন জাগাবে? কেন উত্তেজিত করবে, যে পর্যন্ত তার বাসনা না হয়? " (এর সাথে তুলনা করুন ২:৭; ৩:৫; ৮:৪)। এভাবে ৮:৪ আয়াতে শেষ সংযম বাণী উচ্চারণের পর পরই ৮:৫ আয়াতে প্রধান নারী চরিত্রটি ঘোষণা দিচ্ছেন, "আমি আপেল গাছের নিচে তোমাকে জাগালাম" – একমাত্র এই স্থানেই তিনি তাঁর প্রেমিককে যৌনানুভূতি নিয়ে জাগ্রত করার কথা ব্যক্ত করেছেন।

উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট ও পটভূমি

আগেই বলা হয়েছে যে, পুরো সোলায়মানের গজল কিতাবটিকে একগুচ্ছ গজলের সঙ্কলন হিসেবে পাঠ করলে চলবে না। বরং কিতাবটিকে পাঠ করতে হবে বিয়ে ঠিক হওয়া দুই ইসরাইলীয় প্রেমিক যুগলের প্রেমের কাহিনী হিসেবে, যারা তাদের বিয়ের জন্য ও মিলনের আনন্দ উপভোগ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

সাধারণত সোলায়মানের গজল কিতাবটিকে কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ কিতাবগুলোর সাথে এক কাতারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় (কাব্যধর্মী ও জ্ঞানগর্ভ কিতাবগুলোর ভূমিকা দেখুন)। এক্ষেত্রে সোলায়মানের লেখকত্ব (লেখক ও সময়কাল দেখুন) এবং মেসাল ৫:১৫ -১৯ আয়াত সমর্থন যোগায় (বিষয়বস্তু, শিরোনাম ও ব্যাখ্যা দেখুন)। অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ কিতাবের মত সোলায়মানের গজল কিতাবটিও এই ধারণাকে সমর্থন করে যে, ইসরাইলের আল্লাহ্‌র চুক্তি ("মাবুদ," সোলায়মানের গজল ৮:৬) হলেন প্রকৃত ও একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই বেহেশত ও দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা। মাবুদের উদ্ধারকারী চুক্তির উদ্দেশ্য হল পতিত মানুষকে উদ্ধার করা, গুনাহে বিনষ্ট হওয়া মানব জাতিকে তাদের মানবত্ব দান করা। এ কারণে মাবুদের হুকুমের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এই দুনিয়া উপভোগ করার সর্বোত্তম উপায়। এর মধ্য দিয়ে দুনিয়ার অবশিষ্ট সকলে দেখতে পায় যে, সত্য আল্লাহ্‌কে জানতে পারাটা কত না আকাঙ্ক্ষাণীয় একটি বিষয়। সোলায়মানের গজল কিতাবে দুই প্রেমিক প্রেমিকা যুগলের এক অসাধারণ ও আদর্শ প্রেমের কাহিনী বিরচিত হয়েছে। মেসাল কিতাবে ঠিক এ ধরনের যুগলের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ চান তাঁর ঈমানদার মানুষেরা যেন এমন হয় এবং তারা যেন নিজেদেরকে এমন করে তোলে যাতে আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের মনের মত করে সাজাতে পারেন। জ্ঞানগর্ভ কিতাবের একটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিন্যাসটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা, যা সোলায়মানের গজল কিতাবে পূর্ণাঙ্গভাবে করা হয়েছে।

মূল বিষয়বস্তু

১. আল্লাহ্‌র বিধান, যা দৈহিক পবিত্রতার উপরে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করে এবং বৈবাহিক সম্পর্কে মধ্যে দিয়ে তা পালনের জন্য বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করে, যেন আল্লাহ্‌র লোকেরা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের আনন্দ বৈধভাবে উপভোগ করতে পারে (পয়দা ২:২৩-২৪)। এভাবেই আল্লাহ্‌র লোকেরা তাঁকে দুনিয়ার কাছে সম্মানিত করে এবং তাঁর প্রশংসা করে, যখন তারা তাঁর হুকুমের প্রতি বাধ্য থেকে দুনিয়াতে জীবন ধারণ করে।

২. বিয়ে হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি উপহার এবং তা আনুগত্য ও প্রতিজ্ঞার উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় (পয়দা ২:২৪)। এই সম্পর্ক বহুবংশ হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে। এ কারণে পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফে এটি আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর লোকদের সম্পর্কের এক চমৎকার প্রতিরূপ।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

মানব জাতির পতন মানবীয় জীবনের প্রত্যেকটি দিককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এজন্য আল্লাহ্‌র নাজাত দানকারী কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবীয় জীবনের এই ক্ষতিগ্রস্ত দিকগুলোকে আবারও পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হচ্ছে, এই দাম্পত্য প্রেম তাঁর লোকদের সমস্ত বেদনা ও কষ্টের মাঝেও আনন্দের লহর বয়ে নিয়ে আসবে। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন।

সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও কাঠামো

এই কিতাবটিকে সবচেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যদি একে প্রেমের কাব্যগাঁথা বলা হয়। এই প্রেম উপাখ্যানে মেষপালক যুবক ও যুবতী হচ্ছে প্রেমিক যুগল এবং তাদেরকে আমরা দেখি ফুলে ও ফলে আচ্ছাদিত এক গ্রামীণ দৃশ্যপটে। কোন প্রেম উপাখ্যানে যদি বিশেষভাবে কোন বিয়ের অনুষ্ঠানের বিবরণ থাকে তাহলে তাকে বলা হয় *epithalamion*। এখানে আমরা সে ধরনের বর্ণনাই দেখতে পাই।

সোলায়মানের গজল কিতাবটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত এর তুলনাধর্মী বিবরণের কারণে। এখানে নারীকে তুলনা করা হয়েছে ফেরাউনের দরবারের ঘোড়ার সাথে (১:৯), তার চুলকে তুলনা করা হয়েছে ছাগলের পালের সাথে (৪:১)। এই তুলনাগুলো করার ক্ষেত্রে রচয়িতা বিশেষ কিছু রীতি অনুসরণ করেছেন: (১) প্রাথমিক ভাব প্রকাশগুলো দৃশ্যনীয় নয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আদৌ কোন দৃশ্যনীয় ভাব প্রকাশ নেই; (২) তুলনাগুলো করা হয়েছে প্রতীকী অর্থে, আক্ষরিক অর্থে নয়; (৩) প্রেমিক ও প্রেমিকা দুজনের মধ্যে যে বিষয়টি একই বলে দেখা যায় তা হচ্ছে বিশেষ গুণ– বিশেষত শ্রেষ্ঠত্বের গুণ, অর্থাৎ দুজনেই তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে; এবং (৪) দুটো জিনিসের মধ্যকার মূল্যগত পার্থক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে। যেমন ১:৯ আয়াতে বলা হয়েছে নারী হচ্ছে ফেরাউনের দরবারের রথ বাহিনীর মধ্যকার একটি ঘোড়ার মত, যা তার গুণের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ।

লেখক সোলায়মানের গজল কিতাবটিকে দুজনের বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সাজিয়েছেন। একবার প্রেমিক ও একবার প্রেমিকার কথা দিয়ে সাজানো হয়েছে, যার মাঝখানে কোন কোন স্থানে রয়েছে সমবেত কিছু কথা। এই সমবেত কণ্ঠে মূলত প্রেমিক বা প্রেমিকার কোন উক্তিকেই বিশেষভাবে উচ্চারণ করে প্রলম্বিত করা হয়েছে। বিশেষ একটি অংশ রয়েছে যা বার বার সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে: "অয়ি জেরুশালেমের কন্যারা! . . . তোমরা প্রেমকে জাগায়ো না, উত্তেজিত করো না, যে পর্যন্ত তার বাসনা না হয়" (২:৭; ৩:৫; ৮:৪; এর ভিন্ন আরেকটি সংস্করণ পাওয়া যায় ৫:৮ আয়াতে)। এই সমবেত কণ্ঠ উচ্চারণ করেছে মূলত যুবতী রাখালেরা। তার এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রেমিকা যেন তার প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে অধিক উত্তেজিত হয়ে না পড়ে ও নিজের সংযত রাখে, কারণ তার প্রেমিকের সাথে মিলনের সময় এখনো আসে নি। এখানে বাসনা হওয়া বলতে ফুল শয্যার কথা বলা হয়েছে, যা শুরু হয়েছে ৮:৫ আয়াতে।

উপরোক্ত অংশের ধারাবাহিকতায় কিতাবের মাঝামাঝি অবস্থানে এসে (৩:১–৬:৩) প্রেমিকার স্বপ্নের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে তাদের ভালবাসার পরিণতির দৃশ্য ভেসে ওঠে। ৩:১ আয়াতে এই বিষয়টি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়: "রাতের বেলায় আমি আমার বিছানায় আমার প্রাণ-প্রিয়তমের খোঁজ করছিলাম . . ." এবং ৫:১ আয়াতে "আমি নিদ্রিতা ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় জেগে ছিল।" এ ধরনের সাধারণত মানুষ যা দেখে সেগুলোই এর উপকরণ ছিল: শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের বাসনা, বিরহের আশঙ্কা, ভীতিকর দৃশ্য (৫:৭) এবং প্রেমিকের বিশেষ বর্ণনা, যা বাদশাহ্ সোলায়মানের মুখচ্ছবি নির্দেশ করে (৩:৬-১১)। প্রেমিক ও প্রেমিকার পরস্পরের প্রতি যে তীব্র শারীরিক আকর্ষণ, সেটাই এখানে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পাক কিতাবের নৈতিক আদর্শ অনুসারে এই বাসনা আল্লাহ্‌র উত্তম দানেরই একটি অংশ, যেখানে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পর দম্পতি শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছে।

প্রেমিক যুগল নানাভাবে কথা বলেছে এবং এর মধ্য দিয়ে একজন নারী ও একজন পুরুষ প্রেমে পড়লে তাদের মধ্যে কী ধরনের অনুভূতি কাজ করে তা প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমিকের বক্তব্যের একমাত্র বিষয়বস্তু ছিল তার প্রেমিকা। সোলায়মানের গজল কিতাবে সে আর কারও কথা বলে নি। সে পুরোটা সময় তার প্রেমিকার কথাই বলেছে এবং নানা দিক থেকে তার প্রশংসা করেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে সে তার নিজের কথা বলেছে (যেমন ৫:১; ৭:৮; ৮:১৩), তথাপি পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারেন যে, প্রেমিকার চিন্তাই তাকে পুরোটা সময় জুড়ে পরিপূর্ণভাবে মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল।

অন্য দিকে প্রেমিকার বক্তব্য পুরোপুরি এক কেন্দ্রিক নয়। সে যেমন তার প্রেমিককে কেন্দ্র করে কথা বলেছে, তেমনি "জেরুশালেমের কন্যাগণকে" সম্বোধন করেও কথা বলেছে। নিঃসন্দেহে এতে করে তার ভালবাসার ঘাটতি প্রকাশ পায় না। যখন সে অন্যদের উদ্দেশ্য করে কথা বলছে, তখনও সে তার প্রেমিকের কথা বলছে (যেমন ২:৮-৯), তার প্রশংসার যোগ্য গুণের কথা বলছে (৫:১০-১৬) এবং প্রেমিকের জন্য তার বাসনার কথা বলছে (২:৫; ৫:২-৮)। তার প্রিয়তম তার কাছে কী তা সে ব্যাখ্যা করছে (১:১৩-১৪) এবং তার সাথে সর্বক্ষণ থাকার জন্য ও নিজেকে সমর্পণ করার জন্য তার যে আকাঙ্ক্ষা তা সে ব্যক্ত করেছে (৭:১২-১৩)। তার প্রিয়তম তাকে যেভাবে কামনা করে তাতে সে আনন্দিত হয়েছে (৭:১০)। সোলায়মানের গজল কিতাবে প্রেমিকাকে দেখানো হয়েছে অনুভূতিপ্রবণ ও কমনীয় এক যুবতী হিসেবে। সম্ভবত এটিই কিতাবুল মোকাদ্দসে সবচেয়ে বেশি বিধৃত নারী চরিত্র।

বিকল্প ব্যাখ্যা

আগেই বলা হয়েছে যে, কিতাবুল মোকাদ্দসে এমন আর

কোন কিতাব নেই যার এত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন বিকল্প ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে উপলব্ধির পরিপূর্ণতা আনার জন্য আমরা মোট চারটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা লক্ষ্য করব যা আমাদের একটি একক অবস্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

১. রূপকার্থক ব্যাখ্যা। কিতাবটিকে যেভাবে মানব মানবীর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে করে সোলায়মানের সকল কিতাবটিকে রূপকার্থক কিতাব বলেই মনে হয়। বস্তুত এখানে ইসরাইলের আল্লাহ্ ও তাঁর লোকদের মধ্যকার ভালবাসাকে প্রকাশ করা হয়েছে, এর পর প্রভু ঈসা মসীহ্ ও তাঁর কনে, অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থে মসীহের মণ্ডলী অথবা প্রত্যেক ঈমানদারের রূহের মধ্যকার ভালবাসাকে বোঝানো হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কিতাবটির এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। এই ব্যাখ্যার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন এখানে সোলায়মানের গজল কিতাবটির রচয়িতার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় এবং সেই সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি আল্লাহ্‌র যে বিশেষ দোয়া ও রহমত, সেই বিষয়টি এই ব্যাখ্যায় স্থান পায় না। যদিও বর্তমান সময়ে প্রায় সমস্ত বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই কিতাবটিকে প্রাথমিকভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত ভালবাসা ও শারীরিক সম্পর্কের আনন্দকে প্রকাশ করে বলেই মনে করেন, তথাপি অনেকে বলে থাকেন যে, সোলায়মানের গজল কিতাবটি প্রেমিক ও প্রেমিকার এই যুগলের মধ্যকার গভীর ও ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ককে প্রতীকী অর্থে প্রকাশ করেছে, যাতে করে এর মধ্য দিয়ে ঈসায়ী ঈমানদারেরা আল্লাহ্ ও তাঁর মনোনীত লোকদের মধ্যকার রূহানিক সম্পর্ককে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে (যেমন, ইফিষীয় ৫:২২-২৩ আয়াতে বিয়ে সম্পর্কে পৌলের কথায় বিষয়টি আরও ভালভাবে প্রতিফলিত হয়েছে)।

২. সঙ্কলন ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যায় সোলায়মানের গজল কিতাবটিকে কয়েকটি সম্পর্কযুক্ত প্রেমের কবিতার সঙ্কলন হিসেবে দেখা হয়ে থাকে, যেগুলোর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যকার প্রেমের সম্পর্ক, তাদের পরস্পরকে কাছে পাওয়ার আকুতি, তাদের আনন্দ, তাদের সৌন্দর্য ও তাদের অনন্যতা। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অনেক ব্যাখ্যাকারী ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করতে শুরু করেন এবং কিতাবটিতে যে কাহিনীর ধারাবাহিকতা রয়েছে তা অস্বীকার করেন। এই ব্যাখ্যার সমালোচনা সম্পর্কে জানতে দেখুন বিষয়বস্তু, শিরোনাম ও ব্যাখ্যা।

৩. মেষপালকের উপাখ্যান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই "মেষপালকের উপাখ্যান" বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই উপাখ্যান ব্যাখ্যা অনুসারে খুব সাধারণ দুই যুবক ও যুবতী মেষপালকের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং বাদশাহ্ সোলায়মান এই যুবতীটিকে তার হারেমের একজন উপপত্নী করে নেওয়ার জন্য তার মন জয় করার চেষ্টা করতে থাকেন। যুবতীটি বাদশাহ্ সোলায়মানের সমস্ত তোষামোদীমূলক কথা উপেক্ষা করে তার প্রেমিক মেষপালকের কাছে ফিরে যায়। বেশ কিছু ইভানজেলিক্যাল ব্যাখ্যাকারী এখন এই ধারণাটিকে সমর্থন করছেন। এই ব্যাখ্যাটির বেশ পরিমার্জন প্রয়োজন এবং কাহিনীর পরিণতির সথে কাহিনীর ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এছাড়া এই ব্যাখ্যার দুর্বলতা হচ্ছে, কোথায় মেষপালক যুবক কথা বলছে এবং কোথায় বাদশাহ্ সোলায়মান কথা বলছেন তার কোন পরিষ্কার নির্দেশক পাওয়া যায় না। বস্তুত মূল চরিত্রগুলোর বক্তব্যের ধরন (যেমন তাদের পরস্পরের প্রতি সম্বোধন, তাদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও ব্যাকরণ এবং তাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু) এই সিদ্ধান্তকেই সবচেয়ে বেশি সমর্থন করে যে, এখানে প্রেমিক ও প্রেমিকার সংখ্যা শুধুমাত্র দুই জন, প্রেমিকা ও তার প্রেমিক মেষপালক। মেষপালকের উপাখ্যান ব্যাখ্যাটির আরেকটি দুর্বলতা হচ্ছে, বাদশাহ্ সোলায়মানকে এই কিতাবে একজন খলনায়ক হিসেবে দেখানো হয়েছে, অথচ কিতাবটি উৎসর্গ করা হয়েছে বাদশাহ্ সোলায়মানের নামেই। কিতাবের নোটগুলোতে আমরা কিছু কাঠামো ও কৌশল দেখতে পাব যা ব্যাখ্যা করে যে, বাদশাহ্ সোলায়মান মোটেও খলনায়ক হিসেবে ছিলেন না, বরং তিনি একটি দূরবর্তী চরিত্র ছিলেন, যাকে প্রেমিকা তার স্বপ্নে দেখেছিল তার স্বপ্নের নায়কের চিত্র কল্পনা করতে গিয়ে।

নিচের রূপরেখাটি দেখায় যে, মেষপালকের উপাখ্যানের ব্যাখ্যা অনুসারে কিতাবটির সম্ভাব্য কাঠামো কেমন হতে পারে:

১) শিরোনাম: সর্বশ্রেষ্ঠ গজল (১:১)

২) বাদশাহ্ সোলায়মান তাঁর প্রাসাদে শূনেমীয় নারীর দেখা পান (১:২–২:৭)

৩) প্রেমিক যুবক তার প্রেমিকার সাথে দেখা করতে আসে এবং শূনেমীয়া যুবতী রাতে তার জন্য খোঁজ করে (২:৮–৩:৫)

৪) বাদশাহ্ সোলায়মান তাঁর বিত্ত ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন এবং তাঁর ভালবাসার কথা বলেন (৩:৬–৫:১)

৫) শূনেমীয়া যুবতী তার প্রেমিকের জন্য তার বাসনা প্রকাশ করে (৫:২–৬:৩)

৬) শূনেমীয়া যুবতীর মন পেতে বাদশাহ্ সোলায়মান ব্যর্থ হন (৬:৪–৮:১৪)

৪. বাদশাহ্ সোলায়মান ও শূনেমীয়া যুবতীর প্রেম উপাখ্যান। আরেকটি প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে সোলায়মানের গজল কিতাবটি হচ্ছে দুটি মূল চরিত্রের মধ্যকার প্রেমের উপাখ্যান। এই দুটি চরিত্র হচ্ছে বাদশাহ্ সোলায়মান এবং শূনেমীয়া যুবতী। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ১-২ অধ্যায়ে রয়েছে তাদের বিয়ের জন্য প্রস্তুতি; ৩:১-৫ আয়াত হচ্ছে একটি স্বপ্ন; ৩:৬-১১ আয়াতে বিয়ের

শোভাযাত্রার কথা আবার বলা হয়েছে; ৪ অধ্যায়ে কনের সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হয়েছে; এবং শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্কে পূর্ণতা সাধনের কথা প্রতিফলিত হয়েছে ৪:১৬–৫:১ আয়াতে, যার পরে ৫:২-৮ আয়াতে রয়েছে আরেকটি স্বপ্ন। কিতাবটির বাকি অংশ ব্যাখ্যা করা হয় প্রথমত বিয়ের আগের বিরহ এবং বিয়ে সুসম্পন্ন করার আগের কিছু জটিলতা বর্ণনা (৫:২–৬:৩); যা পরবর্তীতে সমাধান হয়েছে এবং তাদের একে অপরের প্রতি ভালবাসা আরও গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে (৬:৪–৮:৪)। এর পরে তাদের সম্পর্কের উপরে কিছু প্রতিফলন রয়েছে (৮:৫-১৪)। যদিও ১ বাদশাহ্ ৩:১ আয়াতে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাদশাহ্ সোলায়মান তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর পরই মিসরের ফেরাউনের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন (১ বাদশাহ্ ২:৪৬), তথাপি সোলায়মান-শূনেমীয়ার প্রেমের উপাখ্যানের ব্যাখ্যা সমর্থনকারী অনেকে এ কথা বলেন যে, সোলায়মানের গজল হচ্ছে তাঁর প্রথম বিয়ের আগের ও পরের বিভিন্ন সময়কার ঘটনাপ্রবাহের কাব্যিক প্রকাশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এর পরে সোলায়মান আর পাক কিতাবের আদর্শ অনুসারে আর এক স্ত্রীতে আসক্ত থাকেন নি, তিনি বহুগামী হয়ে পড়েন এবং গুনাহে পতিত হন। ১ বাদশাহ্ কিতাবের পরবর্তী অংশে বাদশাহ্ সোলায়মানকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে করে শূনেমীয়া নারীকে আগে বিয়ে করা হয়েছিল এমন ধারণা বেশ জটিলতার জন্ম দেবে।

প্রধান আয়াত: "আমি আমার প্রিয়েরই ও আমার প্রিয় আমারই; তিনি শোশন পুষ্পবনে [পাল] চরান" (৬:৩)

প্রধান প্রধান লোক: বাদশাহ্ সোলায়মান, শূনেমীয়া, এবং বন্ধুরা।

কিতাবখানির রূপরেখা:

১) শিরোনাম: সর্বশ্রেষ্ঠ গজল (১:১)
২) পরস্পরের প্রতি প্রেমিক যুগলের আকাঙ্ক্ষা (১:২–৩:৫)
৩) বিয়ে (৩:৬–৫:১)
৪) সাময়িক বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন (৫:২–৬:৩)
৫) একে অপরকে কাছে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ (৬:৪–৮:৪)
৬) ভালবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ (৮:৫-১৪)।

১ ১ এটি সবচেয়ে সুন্দর গজল। এই গজল
সোলায়মানের।
২ তিনি তাঁর মুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন;
কারণ তোমার মহব্বত আঙ্গুর-রস থেকেও
উত্তম।
৩ তোমার সুগন্ধি তেল সৌরভে উৎকৃষ্ট;
তোমার নাম ঢেলে দেওয়া সুগন্ধি তেলের মত;
এই জন্যই কুমারীরা তোমাকে মহব্বত করে।
৪ আমাকে আকর্ষণ কর।
আমরা তোমার পিছনে দৌড়াব।
বাদশাহ্‌ নিজের অন্তঃপুরে আমাকে এনেছেন।
আমরা তোমাতে উল্লসিতা হব, আনন্দ করবো,
আঙ্গুর-রস থেকেও তোমার প্রেমের কথা বেশি
উল্লেখ করবো;
লোকে ন্যায়ত তোমাকে মহব্বত করে।
৫ অয়ি জেরুশালেমের কন্যারা।
আমি কালো রংয়ের, কিন্তু সুন্দরী,
কায়দারের তাঁবুর মত, সোলায়মানের পর্দার
মত।

[১:১] ১বাদশা ৪:৩২।
[১:২] পয়দা ১৪:১৮; কাজী ৯:১৩।
[১:৩] ইষ্টের ২:১২; জবুর ৪৫:৮।
[১:৪] জবুর ৪৫:১৫।
[১:৪] আয়াত ২।
[১:৫] পয়দা ২৫:১৩।
[১:৬] সোলায় ২:১৫; ৭:১২; ৮:১২।
[১:৭] ইশা ১৩:২০।
[১:৮] সোলায় ৫:৯; ৬:১।
[১:৯] ২খান্দান ১:১৭।

৬ তোমরা আমার প্রতি এভাবে দৃষ্টিপাত করো না
যে, আমি কালো রংয়ের,
কারণ সূর্যই আমাকে বিবর্ণা করেছে।
আমার ভাইয়েরা আমার উপর রাগ করলো,
আমাকে সকল আঙ্গুরক্ষেতের রক্ষিকা করলো,
আমার নিজের আঙ্গুরক্ষেত আমি রক্ষা করি
নি।

----

৭ হে আমার প্রাণ-প্রিয়তম! আমাকে বল,
তুমি [পাল] কোথায় চরাচ্ছো?
মধ্যাহ্নকালে কোথায় শয়ন করাচ্ছো?
তোমার সখাদের পালের কাছে,
আমি কেন ঘোমটা দেওয়া নারীর মত হব?
৮ অয়ি নারীকুল-সুন্দরী! তুমি যদি না জান,
তবে পালের পদচিহ্ন ধরে গমন কর,
এবং পালকদের তাঁবুগুলোর কাছে,
তোমার ছাগলের বাচ্চাগুলোকে চরাও।
৯ ফেরাউনের রথের একটি স্ত্রী-ঘোড়ার সঙ্গে
অয়ি মম প্রিয়তমে! আমি তোমার তুলনা

১:১ সোলায়মানের। দেখুন ভূমিকা, শিরোনাম; লেখক এবং তারিখ। *সবচেয়ে সুন্দর গজল।* গজলসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১বাদশাহ্‌ ৪:৩২ বলে যে, সোলায়মান ১,০০৫ টি গজল লিখেছিলেন।

১:২-৩ চুম্বনে ... তোমার মহব্বত ... তোমার সুগন্ধি তেল। তুলনা করুন ৪:১০-১১, "তোমার মহব্বত ... তোমার তেলের ... তোমার ওষ্ঠাধর।"

১:২ নিজের ... তোমার। এই সর্বনামগুলো সকলই একজনকেই নির্দেশ করে, সে হচ্ছে প্রেমিক। *মহব্বত।* ভালবাসার প্রকাশ– আদর, আলিঙ্গন এবং পূর্ণতা দান (দেখুন ৪ আয়াত; ৪:১০; ৭:১২ আয়াত; আরও দেখুন মেসাল ৭:১৮; ইহি ১৬:৮; ২৩:১৭ আয়াত)। *আঙ্গুর-রস থেকেও উত্তম।* ৪ আয়াত দেখুন। ৪:১০ আয়াতে প্রেমিক তার প্রিয়ের ভালবাসার বিষয়ে একই কথা বলে।

১:৩ সুগন্ধি। সুগন্ধময় মসলা এবং আঠা কসমেটিক তেলে মিসানো। *তোমার নাম।* প্রেমিকের নাম উল্লেখ করায় তা বাতাসে মনোরম সৌরভ এনে দেয়। হিব্রু শব্দ "নাম" এবং "সুগন্ধ" একই রকম। *কুমারীগণ।* সম্ভবত কোর্টের অথবা রাজকীয় শহরের যুবতী নারীরা (দেখুন ৬:৮-৯)।

১:৪ বাদশাহ্‌। সোলায়মান। *নিজের অন্তঃপুরে।* বাদশাহ্‌র ব্যক্তিগত কোর্য়াটারগুলোতে। *আমরা।* সম্ভবত ৩ আয়াতের কুমারীগণ। আঙ্গুর-রস থেকেও তোমার প্রেমের কথা বেশি উল্লেখ করবো। ২ আয়াতে কারণ বলা হয়েছে।

১:৫ কালো রংয়ের। সূর্যের কারণে গাড় বাদামী হয়ে গেছে (৬ আয়াত); *কাম্য নয়।* জেরুশালেমের কন্যাগণ। সম্ভবত ৩ আয়াতের কুমারীগণ এবং স্বাভাবিকভাবে "বন্ধুগণ" এবং শিরোনামে। *তাঁবুর ... পর্দার মত।* কালো ছাগলের লোম দিয়ে হাতে বোনা। *কায়দারের।* ইশা ২১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৬ আমার ভাইয়েরা। আক্ষরিক অর্থে আমার মায়ের পুত্রেরা। এই গজলে সাত বার মায়েদের উল্লেখ করা হয়েছে (এখানে; ৩:৪, ১১; ৬:৯; ৮:১, ২, ৫); পিতাদের কখনও উল্লেখ করা হয় নি।

আমার নিজের আঙ্গুরক্ষেত। তার নিজের দেহ, যেমন ৮:১২ আয়াতে (দেখুন ২:১৫ আয়াত)। যেহেতু মদ উৎপন্ন করে তাই আঙ্গুরক্ষেত হচ্ছে যথাযথ রূপক এবং ভালবাসার উত্তেজনাকে মদের দেওয়া উত্তেজনার সাথে তুলনা করা হয়েছে (২ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রিয়তমাকে বাগানের সাথেও তুলনা করা হয়েছে, যা তার প্রেমিকের জন্য ফল উৎপন্ন করে (৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৭ আমার প্রাণ-প্রিয়তম। ৩:১ আয়াত দেখুন। *তুমি পাল কোথায় চরাচ্ছো।* প্রেমিককে মেষ পালক হিসেবে দেখানো হয়েছে। ৮ আয়াতে তার প্রিয়তমকে মহিলা মেষ পালক হিসেবে দেখানো হয়েছে। *মধ্যাহ্নকালে।* উষ্ণ আবহাওয়ার বিশ্রামের সময়। *ঘোমটা দেওয়া নারীর।* বেশ্যা (দেখুন পয়দা ৩৮:১৪-১৫)। প্রিয়তমের ইচ্ছা নয় যে, মেষ পালকদের মধ্যে তার প্রেমিককে খোঁজে, যাতে মনে হয় তিনি একজন বেশ্যা।

১:৮ সুন্দরী। প্রিয়তম এছাড়াও ১৫; ২:১০, ১৩; ৪:১, ৭; ৫:৯; ৬:১, ৪, ১০ ("সুন্দরী") আয়াতে। প্রিয়কে ১৬ আয়াতে "সুন্দর" বলা হয়েছে (যা হিব্রুতে একই শব্দ যা "সুন্দরী" এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে)। *তোমার ছাগবৎসদের।* প্রিয়তমকে একজন মেষপালক হিসেবে দেখানো হয়েছে (৭ আয়াত)। *পালকদের তাঁবুগুলোর কাছে।* মাঠে মেষপালকদের সাথে যোগ দিয়ে প্রিয়তমকে নিদের্শনা দেওয়া হয়েছে এটি শেখার জন্য যে তার প্রিয় কোথায় রয়েছে।

১:৯ মম প্রিয়তমে। শুধু মাত্র তার (মহিলার) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে (দেখুন ১৫ আয়াত; ২:২, ১০, ১৩; ৪:১, ৭; ৫:২; ৬:৪ আয়াত; আরও দেখুন ১৩ আয়াতের নোট)। *স্ত্রী-ঘোড়ার।* একটি স্তাবকতাপূর্ব তুলনা, যা ট্রয়ে হেলেনের জন্য করা থিওক্রিটাসের প্রশংসার মত (ইডিল, ১৮:৩০-৩১)। *ফেরাউনের রথের।* তার সৌন্দর্য মনোযোগ আর্কষণ করে

করেছি।
১০ তোমার কানের দুল ঝুলছে তোমার গালের
দু’পাশ দিয়ে,
হার তোমার গলায় শোভা পাচ্ছে।
১১ আমরা তোমার জন্য সোনার অলংকার প্রস্তুত
করবো,
তা রূপা দিয়ে সাজানো হবে।

----

১২ যখন বাদশাহ্ সভায় বসলেন,
আমার জটামাংসীর সৌরভ ছড়াতে লাগল।
১৩ আমার প্রিয় আমার কাছে সুগন্ধির পুঁটলির
মত,
যা আমার স্তনদ্বয়ের মাঝখানে সারা রাত শুয়ে
থাকে।
১৪ আমার প্রিয় আমার কাছে মেহেদির
পুষ্পগুচ্ছের মত,
যা ঐন্-গদীর আঙ্গুর-ক্ষেতে জন্মে।

----

১৫ দেখ, তুমি সুন্দরী,
অয়ি মম প্রিয়ে! দেখ, তুমি সুন্দরী,
তোমার নয়নযুগল কবুতরের মত।

----

১৬ হে আমার প্রিয়! দেখ, তুমি সুন্দর, হ্যাঁ, তুমি
মনোহর,

[১:১০] ইশা ৬১:১০।
[১:১২] সোলায় ৪:১১-১৪।
[১:১৩] পয়দা ৩৭:২৫।
[১:১৪] ১শামু ২৩:২৯; ২খান্দান ২০:২।
[১:১৫] জবুর ৭৪:১৯; সোলায় ২:১৪; ৪:১; ৫:২, ১২; ৬:৯; ইয়ার ৪৮:২৮।
[১:১৭] ১বাদশা ৬:৯।
[২:১] ইশা ৩৫:১।
[২:৩] সোলায় ১:১৪।
[২:৪] ইষ্টের ১:১১।
[২:৫] সোলায় ৭:৮।
[২:৬] সোলায় ৮:৩।
[২:৭] সোলায় ৫:৮।

আর আমাদের পালঙ্ক সবুজ রংয়ের।
১৭ এরস গাছ আমাদের বাড়ির কড়িকাঠ,
দেবদারু আমাদের বরগা।

২ ১ আমি শারোণের গোলাপ,
উপত্যকার লিলি ফুল।

----

২ যেমন কাঁটাবনের মধ্যে লিলি ফুল,
তেমনি যুবতীদের মধ্যে আমার প্রিয়া।

----

৩ যেমন বনের গাছপালার মধ্যে আপেল গাছ,
তেমনি যুবকদের মধ্যে আমার প্রিয়;
আমি পরমহর্ষে তাঁর ছায়াতে বসলাম,
তাঁর ফল আমার মুখে সুস্বাদু লাগল।
৪ তিনি আমাকে পানশালাতে নিয়ে গেলেন,
আমার উপরে প্রেমই তাঁর নিশান হল।
৫ তোমরা কিস্‌মিসের পিঠা দ্বারা আমাকে সুস্থির
কর,
আপেল দ্বারা আমার প্রাণ জুড়াও;
কেননা আমি প্রেম-পীড়িতা।
৬ তাঁর বাম হাত আমার মাথার নিচে থাকে,
তাঁর ডান হাত আমাকে আলিঙ্গন করে।

----

৭ অয়ি জেরুশালেমের কন্যারা!

এমনভাবে যেমন মিসরীয় রথের মর্দ্দা ঘোড়াদের মাঝে একটি স্ত্রী-ঘোড়া করে। ১বাদশাহ্ ১০:২৮ আয়াত অনুসারে সোলায়মান মিসর থেকে ঘোড়া আমদানী করেছিলেন।

১:১১ আমরা। সম্ভবত “জেরুশালেমের কন্যাগণ” (৫ আয়াত)।

১:১২ বাদশাহ্। সোলায়মান। *সভায়।* সভায় তার গদিতে হেলান দিয়ে শুইয়ে আছেন। *আমার জটামাংসীর সৌরভ।* নিস্যন্দী গাছের একটি সুগন্ধময় তেল যা ভারতে জন্মানো মাসে এক বার উদ্ভিদের শিকর থেকে বার করা হয় (দেখুন ৪:১৩-১৪ আয়াত; মথি ১৪:৩; ইউ ১২:৩ আয়াত)।

১:১৩ আমার প্রিয়। শুধু মাত্র তার (পুরুষের) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে (দেখুন ১৪, ১৬ আয়াত; ২:৩, ৮, ৯, ১০, ১৬, ১৭; ৪:১৬; ৫:২, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১৬; ৬:১, ২, ৩; ৭:৯, ১০, ১১, ১৩; ৮:৫, ১৪ আয়াত; আরও দেখুন ৯ আয়াতের নোট)। *সুগন্ধির।* একটি সুগন্ধীময় আঠা যা আরব, ইথিয়পীয়া এবং ভারতে জন্মানো গন্ধতরু গাছের ছাল থেকে ঝড়ে। এটি সাধারণত মহিলাদের মুগ্ধকরা সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহৃত হত (ইষ্টের ২:১২; মেসাল ৭:১৭ আয়াত)। এটি রাজকীয় বিয়ের পোষাক সুগন্ধময় করার জন্য (জবুর ৪৫:৮) এবং পবিত্র অভিষেকের তেলের উপাদান হিসেবেও (হিজ ৩০:২৩ আয়াত) ব্যবহৃত হত। পন্ডিতেরা শিশু ঈসার জন্য সুগন্ধি নিয়ে এসেছিল একজন বাদশাহ্‌র জন্য উপহার হিসেবে (মথি ২:২,১১)।

১:১৪ মেহেদির। একটি গাছড়া (সম্ভবত সাইপ্রেস বৃক্ষ) যা শক্তভাবে গুচ্ছ করা, সুগন্ধময় ঝোপজাতীয় গাছের ফুল। *ঐন্-গদীর।* একটি মরূদ্যান যাতে ঝর্ণার পানি প্রবাহিত হয়, যা মরু সাগরের পশ্চিমপাশে অবস্থিত। বাদশাহ্ তালুতের কাছ থেকে পালিয়ে দাউদ সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন (১শামু ২৪:১)।

১:১৫ দেখ, তুমি সুন্দরী। দেখুন ৪:১; ৬:৪ আয়াত; তুলনা করুন ১৬ আয়াত। *অয়ি মম প্রিয়ে।* ৯ আয়াতের নোট দেখুন। *কপোতের।* সম্ভবত তার চোখের আকৃতি এবং কস্মেটিক দিয়ে হাইলাইট করাকে নির্দেশ করছে (৪:১ আয়াত দেখুন)।

১:১৬ সুন্দর। ৮ আয়াতের নোট দেখুন (“সুন্দরী”)। *সবুজ রংয়ের।* প্রেমিক প্রেমিকা মাঠে একসাথে গাছের নিয়ে শুয়ে আছে।

২:১ গোলাপ। ইশা ৩৫:১-২ আয়াত দেখুন।

২:২ আমার প্রিয়া। ১:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *যুবতীগণের।* ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২:৩ আপেল গাছ। এই ফলের গাছের যথাযথ ধরণ হচ্ছে অনিশ্চিত। *তাঁর ফল।* সম্ভবত প্রিয়ের অন্তরঙ্গতার একটি রূপক (দেখুন ৫ আয়াত এবং নোট)।

২:৪ নিশান। দেখুন ৬:৪ আয়াত; শুমারী ২:২; জবুর ২০:৫ আয়াত। তার জন্য বাদশাহ্‌র ভালবাসা সবার কাছে প্রদর্শন করা হয়েছে দেখার জন্য, সৈন্যবাহিনীর ব্যানারের মত।

২:৫ কিস্‌মিসের ... আপেল। সম্ভবত ভালবাসার আদর এবং আলিঙ্গনের রূপক।

২:৭ জেরুশালেমের কন্যারা। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *কসম দিয়ে বলছি।* শপথের মধ্য দিয়ে বলা। *কৃষ্ণসার ও মাঠের হরিণীদের।* সম্ভবত ভালবাসার কল্পনাপ্রবণ ভাষায় কৃষ্ণসার এবং হরিণীদের এই শপথের সাক্ষী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি,
কৃষ্ণসার ও মাঠের হরিণীদের কসম দিয়ে
বলছি,
তোমরা প্রেমকে জাগিয়ো না, উত্তেজিত করো
না,
যে পর্যন্ত তার বাসনা না হয়।

----

৮ ঐ মম প্রিয়ের কণ্ঠস্বর! দেখ, তিনি আসছেন,
পর্বতমালার উপর দিয়ে,
উপপর্বতগুলোর উপর দিয়ে নৃত্য পরায়ণ হয়ে
আসছেন।
৯ আমার প্রিয় মৃগের ও হরিণের বাচ্চার মত;
দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে
দাঁড়িয়ে,
জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছেন,
জাফ্‌রির মধ্য দিয়ে উঁকি মারছেন।
১০ আমার প্রিয় কথা বললেন, আমাকে বললেন,
'অয়ি মম প্রিয়ে! উঠ; অয়ি মম সুন্দরী! এসো;
১১ কারণ দেখ, শীতকাল অতীত হয়েছে,
বর্ষা শেষ হয়ে গেছে,
১২ ক্ষেতে ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছে,
পাখিদের গানের সময় হয়েছে,
আমাদের দেশে ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে।
১৩ ডুমুর গাছের ফল রসযুক্ত হচ্ছে,
আঙ্গুরলতাগুলো মুকুলিত হয়েছে,
সেগুলো সৌরভ ছড়াচ্ছে।
অয়ি মম প্রিয়ে! উঠ;
অয়ি মম সুন্দরী! এসো।

[২:৮] আয়াত ১৭; সোলায় ৮:১৪।
[২:৯] ২শামু ২:১৮।
[২:১৩] ইশা ২৮:৪; ইয়ার ২৪:২; হোশেয় ৯:১০; মীখা ৭:১; নহূম ৩:১২।
[২:১৪] পয়দা ৮:৮; সোলায় ১:১৫।
[২:১৫] কাজী ১৫:৪।
[২:১৬] সোলায় ৭:১০।
[২:১৭] সোলায় ৪:৬।
[৩:১] সোলায় ৫:৬।
[৩:৩] সোলায় ৫:৭।

১৪ অয়ি মম কপোতি! তুমি শৈলের ফাটলে,
ভূধরের গুপ্ত স্থানে রয়েছ,
আমাকে তোমার রূপ দেখতে দাও,
তোমার স্বর শুনতে দাও,
কেননা তোমার স্বর মিষ্ট ও তোমার রূপ
মনোহর।'
১৫ তোমরা আমাদের জন্য সেই শিয়ালদেরকে,
ছোট শিয়ালদেরকে ধর,
যারা আঙ্গুরের বাগানগুলো নষ্ট করে;
কারণ আমাদের আঙ্গুরের বাগানগুলো
মুকুলিত হয়েছে।
১৬ আমার প্রিয় আমারই, আর আমি তাঁরই;
তিনি লিলি ফুলবনে তার পাল চরান।
১৭ যতক্ষণ দিন শীতল না হয়,
ও ছায়াগুলো পালিয়ে না যায়,
হে আমার প্রিয়! ততক্ষণ তুমি ফিরে এসো,
আর কৃষ্ণসারের কিংবা হরিণের বাচ্চার মত
হও,
বেথর পর্বতশ্রেণীর উপরে।

৩ ১ রাতের বেলায় আমি আমার বিছানায়
আমার প্রাণ-প্রিয়তমের খোঁজ করছিলাম,
খোঁজ করছিলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না।
২ বললাম, আমি এখন উঠে নগরে ভ্রমণ করবো,
গলিতে গলিতে ও চকে চকে ভ্রমণ করবো,
আমার প্রাণ-প্রিয়তমের খোঁজ করবো;
খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না।
৩ নগরে ভ্রমণকারী প্রহরীরা আমাকে দেখতে

লেখকের বারবার প্রকৃতিকে উল্লেখ করার সাথে এটি সঙ্গতিপূর্ণ। *জাগায়ো না ... বাসনা।* এই গজলের একটি পুনরাবৃত্তি হওয়া ধুয়া (দেখুন ৩:৫; ৮:৪ আয়াত; তুলনা করুন ৫:৮ আয়াত)। এটি প্রিয়তমা সবসময় বলেন এবং তা সবসময় তার প্রিয়ের সাথে শারীরিক অন্তরঙ্গের প্রসঙ্গে বলে। *যে পর্যন্ত তার বাসনা না হয়।* প্রিয়তমের ভালবাসার অভিজ্ঞতা থেকে উপদেশ আসে যে ভালবাসাকে কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করা উচিত নয়; এর প্রকৃত সত্য এবং সৌন্দর্যের জন্য চূড়ান্ত স্বতঃস্ফূর্ততা প্রয়োজনীয়।

২:৯ মৃগের। এর আকৃতি এবং সৌন্দর্যের জন্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়। *হরিণশাবকের।* যৌবনের তেজের জন্য একটি যথাযথ উপমা (তুলনা করুন ইশা ৩৫:৬)। *তাকিয়ে দেখছেন ... উঁকি মারছেন।* আগ্রহী প্রিয় তার প্রিয়তমকে দেখার চেষ্টা করছেন যখন তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

২:১০ উঠ ... এসো। দেখুন ১৩ আয়াত; তুলনা করুন ৭:১১-১৩ আয়াত। *অয়ি মম সুন্দরী।* ১:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১১-১৩ বসন্ত আসার প্রথম চিহ্ন (দেখুন ৬:১১; ৭:১২ আয়াত)- ভালবাসার সময়।

২:১৪ কপোতি ... ভূধরের। তুলনা করুন জবুর ৫৫:৬-৮; ইয়ার ৪৮:২৮ আয়াত।

২:১৫ সম্ভবত প্রিয়তমা এই কথা বলেছেন। *আঙ্গুরের বাগানগুলো।* যেমন ১:৬ আয়াতে ("আমার নিজের আঙ্গুরক্ষেত"), সম্ভবত প্রেমিক প্রেমিকার শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য একটি রূপক। এইভাবে বাসনাকে প্রকাশ করা হয়েছে যে পারস্পরিক আর্কষণকে যা কিছু ("শিয়ালদেরকে") ক্ষতিসাধন করে তা থেকে প্রেমিক প্রেমিকা যেন নিরাপদে থাকে। *মুকুলিত হয়েছে।* তাদের আর্কষণীয়তা এখন পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

২:১৬ আমার প্রিয় আমারই, আর আমি তাঁরই। দেখুন ৬:৩; ৭:১০ আয়াত। তারা একচেটিয়াভাবে একজন আরেকজনের, যা অবাঞ্ছিত প্রবেশ অনুমোদন করে না। *লিলি ফুলবনে তার পাল চরান।* প্রিয়কে হরিণশাবকের সাথে তুলনা করা হয়েছে (১৭ আয়াত দেখুন)। পাল চড়ানো হচ্ছে প্রিয়ের তার প্রিয়তমার আর্কষণীয়তা উপভোগের জন্য একটি রূপক (দেখুন ৬:২-৩)।

৩:১ এই আয়াতটি ভালবাসার অভিজ্ঞতার নতুন মুহূর্তের সূচনা করে। *রাত্রিকালে।* রাত্রিকাল, যা দিনের সময়ের চিত্তবিক্ষেপকারী বিষয় থেকে স্বাধীনতা দেয়, তা হৃদয়কে তার নিজের চিন্তাবিষ্টতার পূর্ণ হতে দেয়।

৩:৩ নগরে ভ্রমণকারী প্রহরীরা। নগরের দ্বারে এবং দেয়ালের

পেল,
আমি বললাম, তোমরা কি আমার প্রাণ-
প্রিয়তমকে দেখেছ?
৪ আমি তাদের কাছ থেকে একটু অগ্রসর হলাম,
তখনই আমার প্রাণ-প্রিয়তমকে পেলাম,
আমি তাঁকে ধরলাম, ছাড়লাম না,
যতক্ষণ নিজের মায়ের বাড়িতে না আনলাম,
আমার জননীর অন্তঃপুরে না আনলাম।

----

৫ অয়ি জেরুশালেমের কন্যারা।
আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি,
কৃষ্ণসার ও মাঠের হরিণীদের কসম দিয়ে
বলছি,
তোমরা প্রেমকে জাগিয়ো না, উত্তেজিত করো
না,
যে পর্যন্ত তার বাসনা না হয়।

----

৬ গন্ধরস ও কুন্দুরুতে সুবাসিত হয়ে,
বণিকের সমস্ত রকম দ্রব্যে সুবাসিত হয়ে,
ধোঁয়ার স্তম্ভের মত মরুভূমি থেকে আসছেন,
উনি কে?
৭ দেখ, ওটা সোলায়মানের পাল্‌কি,
ওর চারদিকে ষাটজন বীর আছেন,
ওরা ইসরাইলের বীরদের মধ্যবর্তী।
৮ ওরা সকলে তলোয়ারধারী ও রণকুশল;
ওদের প্রত্যেকের কোমরে নিজের নিজের
তলোয়ার বাঁধা আছে,
রাত্রিকালীন বিভীষিকার দরুন।

[৩:৪] সোলায় ৬:৯; ৮:৫।
[৩:৫] সোলায় ২:৭।
[৩:৬] সোলায় ৮:৫।
[৩:৬] হিজ ৩০:৩৪।
[৩:৭] ১শামু ৮:১১।
[৩:৮] আইউ ১৫:২২; জবুর ৯১:৫।
[৩:১১] ইশা ৫৪:৫; ৬২:৫; ইয়ার ৩:১৪।
[৪:১] পয়দা ৩৭:২৫; শুমারী ৩২:১; সোলায় ৬:৫; ইয়ার ২২:৬; মীখা ৭:১৪।
[৪:২] সোলায় ৬:৬।

৯ বাদশাহ্‌ সোলায়মান নিজের জন্য একটি
চতুর্দোল নির্মাণ করলেন,
লেবাননের কাঠ দিয়ে তৈরি করলেন।
১০ তিনি রূপা দিয়ে তার স্তম্ভ নির্মাণ করলেন,
সোনার তলদেশ ও বেগুনী রঙ্গের আসন
করলেন,
এবং জেরুশালেমের কন্যাদের কর্তৃক মহব্বত
দিয়ে তার মধ্যভাগ
খচিত হল।
১১ অয়ি সিয়োন-কন্যারা।
তোমরা বাইরে গিয়ে বাদশাহ্‌ সোলায়মানকে
নিরীক্ষণ কর;
তিনি সেই মুকুটে ভূষিত,
যা তাঁর মা তাঁর মাথায় দিয়েছিলেন,
তাঁর বিয়ের দিনে,
তাঁর অন্তরের আনন্দের দিনে।

৪

১ অয়ি মম প্রিয়ে! দেখ, তুমি সুন্দরী,
দেখ, তুমি সুন্দরী;
ঘোমটার মধ্যে তোমার নয়নযুগল কবুতরের
মত;
তোমার কেশপাশ এমন ছাগল পালের মত,
যারা গিলিয়দ-পর্বতের পাশে শুয়ে থাকে।
২ তোমার দাঁতগুলো ছিন্নলোমা ভেড়ীর পালের
মত,
যারা গোসল করে উঠে এসেছে,
যাদের সকলের যমজ বাচ্চা আছে,
যাদের মধ্যে একটিও মৃত বাচ্চা নেই।

উপরে স্থাপিত (দেখুন ৫:৭ আয়াত; ২শামু ১৩:৩৪; ১৮:২৪-২৭; ২বাদশাহ্‌ ৯:১৭-২০; জবুর ১২৭:১; ইশা ৫২:৮; ৬২:৬ আয়াত)। স্পষ্টতই তারা রাস্তাগুলো রাত্রিকালেও প্রদক্ষিণ করেছে (৫:৭ আয়াত দেখুন)।

৩:৪ মায়ের। ১:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৫ ২:৭ আয়াতের নোট দেখুন। আরও একবার অন্তরঙ্গের সময়ে অভিযোগ ঘটে।

৩:৬-১১ সম্ভবত বন্ধুরা বলেছে (৮:৫ আয়াত দেখুন)। যদি তা হয় তাহলে এই সেকশনটি সম্ভবত সোলায়মান এবং তার কনের শহরের দিকে শোভাযাত্রাকে তুলে ধরে।

৩:৬ এই আয়াতটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মুহূর্তের সূচনা করে। *মরুভূমি … কে?* ৮:৫ আয়াত দেখুন, যেখানে প্রিয়তমকে নির্দেশ করে বলা হয়েছে। *মরুভূমি।* অনাবাদি ঋতুনির্ভর তৃণভূমি।

৩:৭ পাল্‌কি। একটি সমৃদ্ধ সুশোভিত রাজকীয় পরিবহন, পাল্‌কি (৯-১০ আয়াত দেখুন)।

৩:৮ রাত্রিকালীন বিভীষিকা। ৯১:৫ আয়াত দেখুন।

৩:৯ লেবাননের কাঠ। ৫:১৫ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৩:১০ স্তম্ভ। চাঁদোয়া ধারণ করার জন্য। *রূপা … সোনার।* সম্ভবত ধাতু যা দিয়ে লেবাননেন কাঠের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়। *বেগুনী।* ৭:৫ আয়াত; হিজ ২৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১১ সিয়োন-কন্যাগণ। অন্য জায়গায় "জেরুশালেমের কন্যাগণ" (১:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:১-৭ প্রিয়তমের সৌন্দর্যের অন্যান্য সমৃদ্ধ বর্ণনার জন্য দেখুন ৬:৪-৯; ৭:১-৭।

৪:১ প্রিয়ে … সুন্দরী। ১:১৫ আয়াত এবং নোট দেখুন। *ঘোমটার মধ্যে তোমার নয়নযুগল।* ঢেকে থাকা চেহারা বাকি অংশের বাইরে প্রিয়ের মনোযোগ তার প্রিয়তমের চোখের দিকে। *কপোতের।* ১:১৫ আয়াত এবং নোট দেখুন। *ছাগপালের।* কনানের ছাগল সাধারণত কালো হয় (১:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রিয়ের চুলও কালো রংয়ের (৫:১১ আয়াত)। *গিলিয়দ-পর্বতের পাশে শুয়ে থাকে।* মাথা থেকে বয়ে আসা প্রিয়তমের কালো রংয়ের বেণী প্রিয়কে একটি ছাগপালের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে যাতে চকচকে কালো রংয়ের ছাগল গিলিয়দের এক পাহাড় (যা এর ভাল পশুচারণের জন্য সুপরিচিত) থেকে নেমে আসছে।

৪:২ ছিন্নলোমা। পরিষ্কার এবং সাদা। *গোসল করে উঠে*

৩ তোমার ওষ্ঠাধর লাল রংয়ের সুতার মত,
তোমার মুখ অতি মনোহর,
তোমার ঘোমটার মধ্যে তোমার গণ্ডদেশ
ডালিম-খণ্ডের মত।
৪ তোমার গলদেশ দাউদের সেই উচ্চগৃহের মত,
যা অস্ত্রাগারের জন্য নির্মিত,
যার মধ্যে এক হাজার ঢাল টাঙ্গান রয়েছে,
সে সমস্তই বীরদের ঢাল।
৫ তোমার কুচযুগল দু'টি হরিণের বাচ্চার,
হরিণীর দু'টি যমজ বাচ্চার মত
যারা লিলি ফুলবনে চরে।
৬ যতক্ষণ দিন শীতল না হয়,
ও ছায়াগুলো পালিয়ে না যায়,
ততক্ষণ আমি গন্ধরসের পর্বতে যাব,
আর কুন্দুরুর পর্বতে যাব।
৭ অয়ি মম প্রিয়ে! তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী,
তোমাতে কোন খুঁত নেই।
৮ আমারই সঙ্গে লেবানন থেকে এসো,
বধূ! আমারই সঙ্গে লেবানন থেকে এসো;
অবলোকন কর অমানার শৃঙ্গ থেকে,
শনীর ও হর্মোণ পর্বতের শৃঙ্গ থেকে,
সিংহদের বাসস্থান থেকে,
চিতা বাঘদের পর্বত থেকে।
৯ তুমি আমার মন হরণ করেছ,
অয়ি মম ভগিনি! মম বধূ!
তুমি আমার মন হরণ করেছ,
তোমার এক পলকের চাহনি দ্বারা,
তোমার কণ্ঠের এক হার দ্বারা।
১০ তোমার মহব্বত কেমন মনোরম!
অয়ি মম ভগিনি, মম বধূ!
তোমার মহব্বত আঙ্গুর-রস থেকে কত
উৎকৃষ্ট!
তোমার তেলের সৌরভ সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্যের
চেয়ে কত উৎকৃষ্ট!
১১ বধূ! তোমার ওষ্ঠাধর থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধু
ক্ষরে,
তোমার জিহ্বার তলে মধু ও দুধ আছে;
তোমার পোশাকের গন্ধ লেবাননের গন্ধের
মত।
১২ মম ভগিনি, মম কান্তা অর্গলবদ্ধ উপবন,
বন্ধ বাগান, সীলমোহর করা ফোয়ারা।
১৩ তোমার চারাগুলো ডালিমের উপবন,
তন্মধ্যে আছে সুস্বাদু ফল, জটামাংসীর সঙ্গে
মেঁহেদি,

[৪:৩] সোলায় ৫:১৬।
[৪:৪] জবুর ১৪৪:১২।
[৪:৫] সোলায় ৭:৩।
[৪:৬] সোলায় ২:১৭।
[৪:৭] সোলায় ১:১৫।
[৪:৮] দ্বি:বি ৩:৯।
[৪:৯] পয়দা ৪১:৪২; জবুর ৭৩:৬।
[৪:১০] কাজী ৯:১৩।
[৪:১১] জবুর ১৯:১০; সোলায় ৫:১।
[৪:১২] আয়াত ১৬; সোলায় ৫:১; ৬:২; ইশা ৫:৭।

এসেছে। এখনও ভেজা, আদ্র দাঁতের মত।

৪:৩ ওষ্ঠাধর ... লাল রংয়ের সুতার। সম্ভবত প্রিয়তম মিসরীয় মেয়েদের মত তার ঠোঁট রঙিন করেছে। *ঘোমটার মধ্যে তোমার গণ্ডদেশ।* ১ আয়াতের নোট দেখুন ডালিম-খণ্ডের। তা গোল এবং লাল রঙে আরক্তিম।

৪:৪ প্রিয়তমের সোজা, এবং চুমকি দেওয়া গল হচ্ছে শহরের উপর একটি টাওয়ারের মত যা যোদ্ধাদের ঢাল দ্বারা সজ্জিত (৭:৪ আয়াত তুলনা করুন)।

৪:৫ ৭:৩ আয়াত দেখুন। *হরিণ-শাবকের।* পূর্ণ বিকাশের চেয়ে বরং এটি কোমল, কমনীয় সৌন্দর্য এবং প্রতিশ্রুতি বোঝাচ্ছে (৮:৮ আয়াত তুলনা করুন)। *শাবকের।* ২:৯ আয়াতের নোট দেখুন। অন্যান্য জায়গায় এই উপমা প্রিয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। *লিলি ফুলবনে চরে।* এই শব্দ গুচ্ছের ভিন্ন ব্যবহারের জন্য দেখুন ২:১৬ আয়াত এবং নোট।

৪:৬ যতক্ষণ ... ছায়াগুলো পলায়ন না করে। ২:১৭ আয়াত দেখুন। *গন্ধরসের পর্বতে ... কুন্দুরুর পর্বতে।* প্রেমিক প্রেমিকার অন্তরঙ্গের রূপক।

৪:৮ প্রিয়ের কাছে তার প্রিয়তমাকে অপসারিত মনে হচ্ছে যেন দূরের পর্বতে। *লেবানন ... অমানার ... হর্মোণ।* উত্তরের দিগন্তে পর্বতের উঁচু স্থান। *শনীর।* আশেরীয় উৎসগুলোতে হর্মোণ পর্বতের জন্য এই নাম পাওয়া যায় (দেখুন দ্বি:বি: ৩:৯)।

৪:৯ অয়ি মম ভগিনি। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের কবিতায় প্রেমিক প্রেমিকা তাদের একে অপরকে "ভাই" এবং "বোন" হিসেবে চিহ্ন করা ছিল স্বাভাবিক বিষয় (১০, ১২ আয়াত; ৫:১ আয়াত দেখুন)। *তোমার এক পলকের চাহনি।* ৬:৫ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৪:১০ আঙ্গুর-রস থেকে কত উৎকৃষ্ট। ১:২ আয়াতের নোট দেখুন। *তেলের সৌরভ।* ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *সুগন্ধি দ্রব্যের।* ১৪ আয়াত ৫:১, ১৩; ৬:২; ৮:১৪ আয়াত দেখুন। সুগন্ধি দ্রব্য আমদানী করা বিলাসিতার জিনিস (১বাদশাহ্ ১০:২,১০,২৫; ইহি ২৭:২২ আয়াত দেখুন)। পবিত্র অভিষেকের তেল হিসেবে (হিজ ২৫:৬; ৩০:২৩-২৫; ৩৫:৮ আয়াত) এবং সুগন্ধি ধূপের জন্য সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহৃত হত (হিজ ২৫:৬; ৩৫:৮ আয়াত)।

৪:১১ তোমার ওষ্ঠাধর থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধু ক্ষরে। প্রিয়তম তার প্রিয়ের কাছে ভালবাসার কথা বলে (তুলনা করুন মেসাল ৫:৩; ১৬:২৪ আয়াত। নিকট প্রাচ্যের দেশগুলোর লোকেরা ভালবাসায় আনন্দ করাকে মিষ্টদ্রব্যের সঙ্গে তুলানা করে থাকে। সম্ভবত প্রতিজ্ঞাত দেশের বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় (হিজ ৩:৮ আয়াত দেখুন)। *তোমার জিহ্বার তলে।* আইউব ২০:১২; জবুর ১০:৭ আয়াত দেখুন।

৪:১২ বাগান। কামনার আনন্দের একটি জায়গা (দেখুন ১৬ আয়াত; ৫:১; ৬:২ আয়াত; আরও দেখুন ১:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *অর্গলবদ্ধ ... বন্ধ ... সীলমোহর করা।* প্রিয়তমের সতীত্বের রূপক– অথবা প্রিয়তম নিজেকে কেবলমাত্র তার স্বামীর জন্য রেখেছেন। *উপবন ... ফোয়ারা।* সজীবতার উৎস; যৌন সঙ্গী হিসেবে প্রিয়তমের জন্য রূপক, যেমন দেখা যায় মেসাল ৫:১৫-২০ (মেসাল ৫:১৫-১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:১৩-১৫ ১৩-১৪ আয়াত ১২ক আয়াতের বাগানের রূপকের উপর এবং ১৫ আয়াত ১২খ আয়াতের ফোয়ারা রূপকের উপর বিস্তারিত বলে। ১৩-১৪ আয়াতের গাছ এবং মসলাসমূহ বেশিরভাগই বহিরাগত, যা প্রিয়তমের সৌন্দর্যকে নির্দেশ করে।

১৪ জটামাংসী ও জাফরান,
বচ, দারুচিনি ও সমস্ত রকম সুগন্ধি ধূপের গাছ,
গন্ধরস অগুরু ও প্রধান প্রধান সমস্ত সুগন্ধির তরু।
১৫ তুমি উপবনগুলোর উৎস,
তুমি জীবন্ত পানির কূপ,
লেবাননের প্রবাহিত স্রোতমালা।

----

১৬ হে উত্তরীয় বায়ু, জাগ, হে দখিনা বায়ু,
এসো, আমার উপবনে উপর দিয়ে বয়ে যাও;
উপবনের বিবিধ সুগন্ধি প্রবাহিত হোক,
আমার প্রিয় তার বাগানে আসুন,
নিজের উপাদেয় ফলগুলো আহার করুন।

----

১৭ আমি নিজের উপবনে এসেছি,
অয়ি মম ভগিনি! মম বধূ!
আমার গন্ধরস ও সুগন্ধি দ্রব্য সংগ্রহ করেছি,
আমার মধুসহ মধুচক্র চুষেছি,
আমার আঙ্গুর-রস ও দুধ পান করেছি।
হে বন্ধুরা! ভোজন কর; পান কর,
হে প্রিয়েরা, যথেষ্ট পান কর।

----

৫ ১ আমি নিদ্রিতা ছিলাম,
কিন্তু আমার হৃদয় জেগেছিল;
আমার প্রিয়ের স্বর,
তিনি দ্বারে আঘাত করে বললেন,
২ 'আমায় দুয়ার খুলে দাও;
অয়ি মম ভগিনি! মম প্রিয়ে! মম কপোতি! মম শুদ্ধমতি!
কারণ আমার মাথা ভিজে গেছে শিশিরে,
আমার কেশপাশ রাতের কুয়াশায়।'
৩ 'আমি আমার পোশাক খুলেছি,
কেমন করে পরবো?
আমি পা দুখানি ধুয়েছি,
কেমন করে মলিন করবো?'
৪ আমার প্রিয় দুয়ারের ছিদ্র দিয়ে তাঁর হাত ঢুকালেন,
তাঁর জন্য আমার অন্তর ব্যাকুল হল।
৫ আমি আমার প্রিয়ের জন্য দুয়ার খুলতে উঠলাম;
তখন গন্ধরসে আমার হাত ভিজল,
আমার আঙ্গুল তরল গন্ধরসে ভিজল,
অর্গলের হাতলের উপরে।
৬ আমি আমার প্রিয়ের জন্য দুয়ার খুলে দিলাম;
কিন্তু আমার প্রিয় ফিরে গিয়েছিলেন, চলে গিয়েছিলেন;
তিনি কথা বললে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল;
আমি তাঁর খোঁজ করলাম, কিন্তু পেলাম না,
আমি তাঁকে ডাকলাম, তিনি আমাকে জবাব দিলেন না।
৭ নগরে ভ্রমণকারী প্রহরীরা আমাকে দেখতে পেল,
তারা আমাকে প্রহার করলো, ক্ষতবিক্ষত করলো,
প্রাচীরের প্রহরীরা আমার চাদর কেড়ে নিল।
৮ অয়ি! জেরুশালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি,
তোমরা যদি আমার প্রিয়তমের দেখা পাও,
তবে তাঁকে বলো যে, আমি প্রেম-পীড়িতা।

----

৯ অন্য প্রিয় থেকে তোমার প্রিয় কিসে বিশিষ্ট?

[৪:১৩] সোলায় ১:১৪।
[৪:১৪] হিজ ৩০:২৩।
[৪:১৫] ইশা ২৭:২; ৫৮:১১; ইয়ার ৩১:১২।
[৪:১৬] সোলায় ৭:১৩।
[৪:১৬] সোলায় ২:৩।
[৫:১] সোলায় ৪:১১; ইশা ৫৫:১; যোয়েল ৩:১৮।
[৫:২] সোলায় ১:১৫।
[৫:৬] সোলায় ৬:১।
[৫:৭] সোলায় ৩:৩।
[৫:৮] সোলায় ২:৭।
[৫:৯] সোলায় ১:৮।

৪:১৩ তোমার চারাগুলো। প্রিয়তমের সকল বৈশিষ্ট প্রিয়কে আনন্দিত করে। *উপবন।* হিব্রু পার্ডেস (যা থেকে ইংরেজী শব্দ প্যারাডাইস এসেছে), পুরানো পারস্য অর্থ "বেড়া" অথবা "উদ্যান" থেকে ধার করা শব্দ। নহি ২:৮ এবং বিলাপ ২:৫ আয়াতে এটিকে রাজকীয় উদ্যান এবং বন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। *মেঁহেদি।* ১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *জটামাংসী।* ১:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:১৪ জাফরান। ক্রোকাস পরিবারের একটি চারা যাতে বেগুনে অথবা সাদা রংয়ের ফুল ধরে, যার অংশ বিশেষ যখন শুকিয়ে যায় তা রান্না করার জন্য মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হত।

৪:১৫ প্রবাহিত। তাজা, বদ্ধ নয়। লেবাননের প্রবাহিত স্রোতোমালা। লেবাননের পর্বতমালার তুষারক্ষেত্র থেকে তাজা, ঠান্ডা, ঝিলমিলি পানি পাওয়া যায়।

৪:১৬ আমার সৌন্দর্যের সুবাসের ঝলক যে আমার প্রিয়কে আমার দিকে আর্কষিত করে যাতে আমরা ভালবাসার অন্তরঙ্গতা উপভোগ করতে পারি। *তার বাগানে।* তিনি তার এবং তার প্রিয়ের কাছে নিজেকে সমর্পন করেন (৬:২ আয়াত দেখুন)।

৫:১ প্রিয় তার প্রিয়তমাকে তার বাগান হিসেবে দাবি করেন এবং তার সকল আনন্দ উপভোগ করেন। *অয়ি মম ভগিনি।* ৪:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *ভোগ কর, ... পরিপূর্ণভাবে ভোগ কর।* প্রেমিক প্রেমিকার ভালবাসার উপভোগের প্রতি তাদের বন্ধুরা প্রশংসা জানাচ্ছে।

৫:২-৮ দেখুন ৩:১-৫ আয়াত এবং ৩:১ আয়াতের নোট।

৫:২ আমি নিদ্রিতা ছিলাম ... জেগেছিল। ভালবাসা ঘুমের মধ্যেও আন্দোলিত করে– যেমন একজন নতুন মা তাদের নামমাত্র কান্না শোনার জন্য তা কান খোলা রেখে ঘুমায়।

৫:৩ ভালবাসার ভাষা নিয়ন্ত্রন নেবার আগে প্রবৃত্তি একটি মূর্খ অভিযোগ তোলে।

৫:৫ আমার হাত ... তরল গন্ধরসে। ভালবাসার উৎসাহী কল্পনাবৃত্তি অসংযতভাবে প্রিয়তমার হাত সুগন্ধি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে।

৫:৯ বন্ধুর প্রশ্ন প্রিয়তমকে তার প্রিয়ের সৌন্দর্য বর্ণনা করার

অয়ি নারীকুল-সুন্দরি!
অন্য প্রিয় থেকে তোমার প্রিয় কিসে বিশিষ্ট
যে,
তুমি আমাদেরকে এরকম কসম দিচ্ছ?
১০ আমার প্রিয়তম শ্বেত ও লাল রংয়ের;
তিনি দশ হাজারের মধ্যে অগ্রগণ্য।
১১ তাঁর মাথা খাঁটি সোনার মত,
তাঁর কেশপাশ কুঞ্চিত ও দাঁড়কাকের মত
কালো রংয়ের।
১২ তাঁর নয়নযুগল স্রোতের ধারে থাকা এক
জোড়া কবুতরের মত,
যেন দুধে গোশল করা ও পানির স্রোতের তীরে
উপবিষ্ট।
১৩ তাঁর গণ্ডদেশ সুগন্ধি বাগানের কেয়ারি
ও আমোদকারী লতার স্তম্ভস্বরূপ;
তাঁর ওষ্ঠাধর লিলি ফুলের মত,
তরল গন্ধরস ক্ষরণকারী।
১৪ তাঁর হাত বৈদূর্যমণিতে খচিত সোনার আংটির
মত;
তাঁর উদর নীলকান্তমণিতে খচিত হাতির
দাঁতের শিল্পকর্মের মত।
১৫ তাঁর ঊরুদ্বয় সোনার চুঙ্গিতে বসান মারবেল
পাথরের দু'টি থামের মত;
তাঁর দৃশ্য লেবাননের মত,
এরস গাছের মত উৎকৃষ্ট।
১৬ তাঁর কথা অতীব মধুর;
হ্যাঁ, তিনি সর্বতোভাবে মনোহর।
অয়ি জেরুশালেমের কন্যারা!
এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।

----

৬ ১ অয়ি নারীকুল-সুন্দরি!
তোমার প্রিয় কোথায় গেছেন?
তোমার প্রিয় কোন্ দিকের পথ ধরেছেন?
আমরা তোমার সঙ্গে তাঁর খোঁজ করবো।

----

২ আমার প্রিয়তম তার উপবনে সুগন্ধি ওষধির
বাগানে গেছেন,
উপবনে পাল চরাবার জন্য ও লিলি ফুল
তুলবার জন্য।
৩ আমি আমার প্রিয়েরই ও আমার প্রিয় আমারই;
তিনি লিলি ফুলবনে পাল চরান।

----

৪ অয়ি মম প্রিয়ে! তুমি তির্সা শহরের মত
সুন্দরী,
জেরুশালেমের মত রূপবতী,
নিশান সহ বাহিনীর মত ভয়ঙ্করী।
৫ তুমি আমা থেকে তোমার নয়ন দু'টি ফিরিয়ে
নাও,
কেননা ওরা আমাকে ব্যাকুল করে তোলে;
তোমার কেশপাশ এমন ছাগল পালের মত,

[৫:১০] জবুর ৪৫:২।
[৫:১২] পয়দা ৪৯:১২।
[৫:১৩] সোলায় ৬:২।
[৫:১৪] আইউ ২৮:৬।
[৫:১৫] ১বাদশা ৪:৩৩; সোলায় ৭:৪।
[৫:১৬] সোলায় ৪:৩।
[৬:১] সোলায় ৫:৬।
[৬:২] সোলায় ৫:৬।
[৬:৩] সোলায় ৭:১০।
[৬:৪] ইউসা ১২:২৪; ১বাদশা ১৫:৩৩।
[৬:৫] সোলায় ৪:১।

সুযোগ করে দিয়েছে– যা তিনি শুধু এখানে করেন।

৫:১০ লাল রংয়ের। ১শামু ১৬:১২ আয়াত।

৫:১১ কালো রংয়ের। প্রিয়তমের চুলও কালো রংয়ের ছিল (৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:১২ কপোতের। ১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *পানির স্রোতের তীরে।* প্রিয়ের চোখ জ্বলজ্বল করে। *দুধে গোশল করা।* চোখের সাদা অংশের বর্ণনা।

৫:১৩ সুগন্ধি ... লিলি ফুলের। এই উপমাগুলো সম্ভবত চেহারার চেয়ে বরং ইন্দ্রিয়ের প্রভাবকে তুলনা করে, যেমন পরবর্তী উপমা এবং রূপকগুলো করে। *লিলি ফুলের।* ২:১ আয়াতের নোট দেখুন। *তরল গন্ধরস ক্ষরণকারী।* ৫ আয়াত এবং নোট দেখুন। ভালবাসার মনোরম উত্তেজনা প্রিয়ের ঠোঁটের দ্বারা জেগে উঠে।

৫:১৪ বৈদূর্যমণিতে। ইহি ১:১৬ আয়াত দেখুন। *নীলকান্তমণিতে।* হিব্রু সাপ্পির (যেখান থেকে ইংরেজী শব্দ স্যাফায়ার এসেছে)।

৫:১৫ দৃশ্য লেবাননের মত। চমৎকার এবং রাজকীয়।

৫:১৬ কথা। প্রিয়ের চুম্বন এবং ভালবাসাপূর্ণ কথা। *জেরুশালেমের কন্যাগণ।* ১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:১ বন্ধুদের করা এই প্রশ্ন প্রিয়তমার করা প্রিয়ের বর্ণনা থেকে তার সাথে প্রিয়ের অন্তরঙ্গতার আমোদপূর্ণ স্বীকারোক্তি এবং তাদের সম্পর্কের কৈবল্যে নিয়ে যায়।

৬:২ তার উপবনে। তার প্রিয়। *সুগন্ধি ওষধির বাগানে।* তার ইন্দ্রিয়গত আর্কষণ (৫:১৩ আয়াত তুলনা করুন)। *পাল চরাবার।* আনন্দ করতে (২:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *লিলি ফুল তুলবার।* ২:১ আয়াতের নোট দেখুন। প্রিয়, যিনি তার প্রিয়তমের সাথে অন্তরঙ্গতা উপভোগ করছেন, তাকে সাবলীল হরিণশাবকের সাথে তুলনা করা হয়েছে (২:৭,৯ আয়াতের নোট দেখুন) যিনি লিলি ফুলের উপবনে নির্বিঘ্নে চড়ে বেড়ায় ও আনন্দ করে।

৬:৩ আমি ... আমারই। ২:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। পরিবর্তনটি লক্ষ্য করুন; এখানে প্রিয়তমার তার প্রিয়ের প্রতি সমর্পণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৬:৪ তির্সা। দেশের মাঝখানে পুরানো কনানীয় শহর (ইউসা ১২:২৪ দেখুন)। উত্তরের প্রথম রাজকীয় রাজধানী হিসেবে ইয়ারাবিম ১ একে বাছাই করেন (১বাদশা ১৪:১৭; আরও দেখুন ১বাদশা ১৫:২১; ১৬:২৩-২৪ আয়াত দেখুন)। প্রিয়তমের সৌন্দর্যের সাথে শহরের সৌন্দর্যের তুলনা করা সম্ভবত প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে অস্বাভাবিক ছিল না, যেহেতু শহরগুলোকে নারী হিসেবেই চিত্রায়িত করা হত (২বাদশা ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *ভয়ঙ্করী।* ১০ আয়াত দেখুন। নিশান সহ বাহিনীর মত। প্রিয়তমার অভিজাত সৌন্দর্য তার প্রিয়ের আবেগকে জাগিয়ে তোলে যেভাবে সৈন্যবাহিনী তার নিশানের অধীনে কুচকাওয়াজ করার মাধ্যমে জেগে উঠে।

৬:৫-৭ ৪:১-৩ আয়াত এবং নোটসমূহ দেখুন।

৬:৫ তোমার নয়ন ... আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। প্রিয়তমের

যারা গিলিয়দের পাশে শুয়ে থাকে।
৬ তোমার দাঁতগুলো ভেড়ীর পালের মত,
যারা গোসল করে উঠে এসেছে,
যাদের সকলের যমজ বাচ্চা আছে,
যাদের মধ্যে একটিও মৃত বাচ্চা নেই।
৭ তোমার ঘোমটার মধ্যে তোমার গণ্ডদেশ ডালিম
-খণ্ডের মত।
৮ যদিও ষাটজন রাণী ও আশিজন উপপত্নী
আছে,
আর অসংখ্য যুবতী আছে।
৯ তবুও আমার ঘুঘু, আমার শুদ্ধমতি অদ্বিতীয়া;
সে তার মায়ের একমাত্র মেয়ে,
সে তার জননীর স্নেহপাত্রী;
তাকে দেখে কন্যারা সুখী বললো,
রাণীরা ও উপপত্নীরা তার প্রশংসা করলো।

----

১০ উনি কে, যিনি অরুণের মত উদীয়মানা,
চন্দ্রের মত সুন্দরী,
সূর্যের মত তেজস্বিনী,
পতাকাবাহী বাহিনীর মত ভয়ঙ্করী?
১১ আমি উপত্যকার নবীন গাছ দেখতে,
আঙ্গুরলতা পল্লবিত হয় কি না দেখতে,
দেখতে ডালিমের ফুল ফোটে কি না দেখতে,
বাদাম গাছের উপবনে নেমে গেলাম।
১২ আমি কিছু বুঝবার আগেই আমার বাসনা
আমাকে বসিয়ে দিল
আমার জাতির রাজকীয় রথের মধ্যে।

----

১৩ ফেরো ফেরো, অয়ি শূলম্মীয়ে;
ফেরো ফেরো, আমরা তোমাকে দেখব।
শূলম্মীয়াকে তোমরা কেন দেখবে?
মহনয়িমের নৃত্য দেখার মত কেন দেখবে?

----

৭ ১ অয়ি রাজকন্যে! পাদুকায় তোমার চরণ
কেমন শোভা পাচ্ছে!
তোমার গোলাকার ঊরুদ্বয় সোনার হারস্বরূপ।
নিপুণ শিল্পীর হাতে তৈরি সোনার হারস্বরূপ।
২ তোমার দেহ এমন গোলাকার পাত্রের মত,
যাতে মিশানো আঙ্গুর-রসের অভাব নেই।
তোমার কোমর এমন গমের আঁটির মত,
যা লিলি ফুলের শ্রেণীতে শোভিত।
৩ তোমার স্তনযুগল দুই হরিণের বাচ্চার মত,
হরিণীর যমজ বাচ্চার মত।
৪ তোমার গলদেশ হাতির দাঁতের উঁচু গৃহের
মত;
তোমার নয়নযুগল হিশ্‌বনের বৎ-রব্বীম
ফটকের নিকটবর্তী পুষ্করণীগুলোর মত;
তোমার নাসিকা লেবাননের সেই উঁচু গৃহের
মত,
যা দামেস্কের দিকে মুখ করা।

[৬:৬] সোলায় ৪:২।
[৬:৭] পয়দা ২৪:৬৫।
[৬:৮] পয়দা ২২:২৪; ইষ্টের ২:১৪।
[৬:৯] সোলায় ১:১৫।
[৬:১১] সোলায় ৭:১২।
[৬:১৩] হিজ ১৫:২০।
[৭:১] জবুর ৪৫:১৩।
[৭:৩] সোলায় ৪:৫।
[৭:৪] জবুর ১৪৪:১২।

চোখ তার প্রিয়ের মধ্যে ভালবাসার ব্যাপকতা এমন ভাবে জাগিয়ে তোলে যে, তিনি তাতে বন্দী হয়ে যান (৪:৯ আয়াত দেখুন)।

৬:৮ রাণী ... উপপত্নী ... যুবতী। এটি সোলায়মানের হেরেমের অথবা অঞ্চলের সকল মহিলাদের উল্লেখ করে।

৬:৯ শুদ্ধমতি। ৫:২ আয়াতের "মম শুদ্ধমতি" এর সাথে তুলনা করুন। *মায়ের একমাত্র মেয়ে।* আক্ষরিক অর্থে নয় কিন্তু অদ্বিতীয়ভাবে ভালবাসা (তুলনা করুন পয়দা ২২:২; এবং কাজী ১১:৩৪; মেসাল ৪:৩ আয়াত)।

কন্যাগণ ... প্রশংসা করলো। অন্যান্য সকল নারী তার রূপের প্রশংসা করলেন (১:৮; ৫:৯; ৬:১ আয়াত দেখুন)।

৬:১০ ৫:৯; ৬:১ আয়াত দেখুন।

৬:১১ বাদাম। সম্ভবত আখরোট। *উপত্যকার ... দেখতে।* বসন্তকালের প্রথম চিহ্নের জন্য (২:১১-৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:১২ এই গজলের সবচেয়ে অস্পষ্ট আয়াত। *রথের।* সোলায়মান তাঁর রথের জন্য বিখ্যাত ছিলেন (১বাদশাহ্‌ ১০:২৬ আয়াত)।

৬:১৩ শূলম্মীয়ে। প্রিয়তমা। এটি হতে পারে "শূন্যামীয়" এর বিকল্প শব্দ (১বাদশাহ্‌ ১:৩ আয়াত দেখুন), অর্থাৎ শূনেমের একজন যুবতী মেয়ে (ইউসা ১৯:১৮) অথবা একটি "সোলায়মান" নামের নারীমূলক নাম, যা অর্থ " সোলায়মানের নারী"। প্রাচীন সেমিটিক ভাষার বর্ণমালাতে "আই" এবং "এন" বর্ণমালা মাঝেমাঝে পরস্পর পরিবর্তন করা হত। *মহনয়িমের।* সম্ভবত গিলিয়দের শহর (২শামু ২:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:১-৭ এখানে বর্ণনা মাথা থেকে শুরু হওয়ার বদলে পা থেকে হয়েছে (৫:১১-১৫ আয়াত তুলনা করুন)।

৭:১ ৬ আয়াত তুলনা করুন। *রাজকন্যে।* তার সৌন্দর্যের মহত্বের ইঙ্গিত দেয় (জবুর ৪৫:১৩ আয়াত দেখুন)। *গোলাকার।* এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ "curvaceous" অর্থ প্রকাশ করে।

৭:২ পাত্রের। একটি বড়, দুইটি হাতলযুক্ত, রিং ভিত্তিক বাটি (দেখুন হিজ ২৪:৬; ইশা ২২:২৪ আয়াত; আরও দেখুন আমোস ৬:৬ আয়াত)। *লিলি ফুলের শ্রেণীতে শোভিত।* প্রিয়তম সম্ভবত তার কোমড়ে আলগা ফুলের মালা পড়েছেন।

৭:৩ ৪:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৪ হাতির দাঁতের উঁচু গৃহের মত। মেশানো চিন্ত-ভাবনা, যা আকৃতি এবং সাথে সাথে রং এবং বিন্যাসকেও বুঝায়। *পুস্করণীগুলোর।* প্রিয়তমের চোখগুলো পুকুরের উপরিভাগের মত প্রতিফলিত হয়; অথবা এই চিত্র প্রশান্তি এবং নম্রতার বর্ণনা হতে পারে। *হিশ্‌বনের।* বাদশাহ্‌ শিহোনের সময়ের এক রাজকীয় শহর (শুমারী ২১:২৬), এটি ঝরণার পানির প্রচুর সরবরাহের দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিল। *বৎ-রব্বীম।* অর্থ "অনেকের কন্যা"; সম্ভবত হিশ্‌বনের জন্য একটি বিখ্যাত নাম। *লেবাননের সেই উঁচু গৃহের মত।* সম্ভবত সোলায়মানের

৫ তোমার দেহের উপর তোমার মাথা কর্মিল
পর্বতের মত;
তোমার মাথার কেশপাশ বেগুনী রংয়ের মত,
তোমার কেশপাশে বাদশাহ্ বন্দী আছেন।
৬ হে প্রেম, বিচিত্র আমোদের মধ্যে তুমি কেমন
সুন্দরী ও মনোহারিণী!

----

৭ তোমার এই উচ্চতা খেজুর গাছের মত,
তোমার কুচযুগ আঙ্গুরগুচ্ছস্বরূপ।
৮ আমি বললাম, আমি খেজুর গাছে উঠবো,
আমি তার ফলের ছড়া ধরবো;
তোমার কুচযুগ আঙ্গুর ফলের গুচ্ছস্বরূপ হোক,
তোমার নিশ্বাসের গন্ধ আপেলের মত হোক;
৯ তোমার তালু উত্তম আঙ্গুর-রসের মত হোক,
যা সহজে আমার প্রিয়ের গলায় নেমে যায়,
নিদ্রাগতদের ওষ্ঠ দিয়ে সরে যায়।
১০ আমি আমার প্রিয়েরই, তাঁর বাসনা আমারই
প্রতি।
১১ হে আমার প্রিয়, চল, আমরা জনপদে যাই,
পল্লীগ্রামে কাল যাপন করি।
১২ চল, খুব ভোরে উঠে আঙ্গুর-ক্ষেতে যাই,
দেখি, আঙ্গুরলতা পল্লবিত হয়েছে কি না,
তাতে মুকুল ধরেছে কি না,
ডালিম ফুল ফুটেছে কি না;
সেখানে তোমাকে আমার মহব্বত নিবেদন
করবো।
১৩ দূদাফল সৌরভ বিস্তার করছে;
আমাদের দুয়ারে দুয়ারে নতুন ও পুরানো সমস্ত

[৭:৫] ইশা ৩৫:২।
[৭:৬] সোলায় ৪:১০।
[৭:৭] সোলায় ৪:৫।
[৭:৮] সোলায় ২:৫।
[৭:৯] সোলায় ৫:১৬।
[৭:১০] জবুর ৪৫:১১।
[৭:১২] সোলায় ১:৬।
[৭:১৩] পয়দা ৩০:১৪।
[৭:১৩] সোলায় ৪:১৬।
[৮:২] সোলায় ৩:৪।
[৮:৩] সোলায় ২:৬।
[৮:৪] সোলায় ২:৭; ৩:৫।
[৮:৫] সোলায় ৩:৬।

রকম উত্তম উত্তম ফল আছে;
হে আমার প্রিয়,
আমি তোমারই জন্য তা রেখেছি।

৮ ১ আহা, তুমি যদি আমার ভাইয়ের মত
হতে,
যে আমার মাতার স্তন্য পান করতো,
তবে আমি তোমাকে সড়কে পেলে চুম্বন
করতাম,
তবুও কেউ আমাকে তুচ্ছ করতো না।
২ আমি তোমাকে পথ দেখাতাম,
আমার মাতার বাড়িতে নিয়ে যেতাম;
তুমি আমাকে শিক্ষা প্রদান করতে,
আমি তোমাকে সুগন্ধ মিশানো আঙ্গুর-রস
পান করাতাম,
আমার ডালিমের মিষ্ট রস পান করাতাম।
৩ তাঁর বাম হাত আমার মাথার নিচে থাকতো,
তাঁর ডান হাত আমাকে আলিঙ্গন করতো।

----

৪ অয়ি জেরুশালেম-কন্যারা!
আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি,
তোমরা প্রেমকে কেন জাগাবে?
কেন উত্তেজিত করবে, যে পর্যন্ত তার বাসনা
না হয়?

----

৫ উনি কে,
যিনি মরুভূমি থেকে উঠে আসছেন,
নিজের প্রিয়ের উপর ভর দিয়ে আসছেন?

রাজ্যের উত্তরের সীমান্তের সেনাবাহিনীর একটি টাওয়ার, কিন্তু এর থেকেও বেশি বোঝাতে পারে লেবাননের সুন্দর, উঁচু পর্বতমালা।

৭:৫ কর্মিল পর্বতের। রাজ্যেও পশ্চম তীরের পর্বতময় অংশ যার উপরে বড় বড় গাছ রয়েছে এবং যার সৌন্দর্য পৃথিবীময়। *কেশপাশ বেগুনী রংয়ের মত।* ৩:১০ আয়াতের মত বেগুনে, রাজকীয় পোষাক (হিজ ২৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *বাদশাহ্।* সোলায়মান। *কেশদাশে।* এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ প্রবাহিত পানির মত একই অর্থ বোঝায় (৪:১; ৬:৫ আয়াত তুলনা করুন)।

৭:৭ খেজুর। মহিমান্বিত খেজুর গাছ।

৭:৮ আমি বললাম। নিজেকে। *উঠবো।* প্রিয়তমের সৌন্দর্য তাকে দুর্নিবারভাবে আর্কষণ করে। *গুচ্ছস্বরূপ।* আপেল। সম্ভবত আপেল ফুলের সুবাস (কিন্তু ২:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:৯ তোমার তালু উত্তম আঙ্গুর-রসের ... আমার প্রিয়ের। প্রিয়তম তার প্রিয়কে তার ভালবাসার আঙ্গুর-রসের (৫:১ আয়াত দেখুন) প্রস্তাব দেয়।

৭:১০ আমি আমার প্রিয়েরই। ২:১৬; ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *বাসনা।* পয়দা ৩:১৬ আয়াত তুলনা করুন।

৭:১১-১২ ২:১০-১৩ আয়াতে প্রিয়তমা একই ধরনের আমন্ত্রণ তার প্রিয়কে জানান।

৭:১২ তোমাকে আমার মহব্বত নিবেদন করবো। তিনি তার প্রিয়কে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করার প্রস্তাব দেন।

৭:১৩ দূদাফল। একরকম ওষধি গাছের ফল যা গর্ভধারনের সহয়তা করার জন্য খাওয়া হয় (পয়দা ৩০:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *এর ফুলের গন্ধ তীব্র। আমাদের দুয়ারে।* যেখানে প্রেমিক প্রেমিকেরা মিলিত হয়। *সর্বপ্রকার উত্তম উত্তম ফল।* প্রিয়ের জন্য প্রিয়তমার তার "বাগান" থেকে যে আনন্দ তার রূপক (৪:১৩-১৪ আয়াত তুলনা করুন)। *নতুন ও পুরানো।* যা ইতিমধ্যে শেয়ার করা হয়েছে এবং যা উপভোগ করা হবে।

৮:১ কেউ আমাকে তুচ্ছ করতো না। প্রিয়তম জন অসম্মতি ছাড়াই প্রকাশ্যে প্রেম প্রদর্শন করতে পারত।

৮:২ আমি ... করাতাম। তিনি তার প্রিয়কে তার ভালবাসার আনন্দ উপস্থাপন করতেন। *মিষ্ট রস।* এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ মাদক রস নির্দেশ করে।

৮:৪ ২:৭ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৮:৫ কে ... মরুভূমি ... আসছেন? ৩:৬ আয়াত এবং নোট

BACIB
International Bible
CHURCH

আমি আপেল গাছের নিচে তোমাকে
জাগালাম,
সেখানে তোমার মা তোমাকে নিয়ে প্রসব
বেদনায় ভুগিয়েছিলেন,
সেখানে তোমার জননী ব্যথা সহ্য করেছিলেন,
ও তোমাকে প্রসব করেছিলেন।
----
৬ তুমি আমাকে তোমার অন্তরে মুদ্রাঙ্কিত করে
রাখ,
তোমার বাহুর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ;
কেননা মহব্বত মৃত্যুর মত বলবান;
অন্তর্জ্বালা পাতালের মত নিষ্ঠুর;
তার শিখা আগুনের শিখা, তা মাবুদেরই
আগুন।
৭ অনেক পানি মহব্বত নিবিয়ে দিতে পারে না,
অনেক নদী তা ডুবিয়ে দিতে পারে না;
কেউ যদি মহব্বতের জন্য বাড়ির সর্বস্ব দেয়,
লোকে তাকে যার-পর-নাই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

[৮:৬] শুমারী ৫:১৪।
[৮:৭] মেসাল ৬:৩৫।
[৮:১১] হেদা ২:৪।
[৮:১২] সোলায় ১:৬।

৮ 'আমাদের একটি ছোট বোন আছে, তার
কুচযুগ নেই;
আমরা নিজের বোনের জন্য সেদিন কি
করবো,
যে দিনে তার বিষয়ে প্রস্তাব হবে?
৯ সে যদি প্রাচীরস্বরূপা হয়,
তার উপরে রূপার গম্বুজ নির্মাণ করবো,
সে যদি দ্বারস্বরূপা হয়,
এরস কাঠের কবাট দিয়ে তা ঘিরে রাখব।'
----
১০ আমি প্রাচীরস্বরূপা এবং আমার কুচযুগ তার
উঁচু গৃহের মত;
তখন তাঁর চোখে শান্তি আনয়নকারীর মত
হলাম।
১১ বাল্-হামোনে সোলায়মানের একটি
আঙ্গুরক্ষেত ছিল,
তিনি তা কৃষকদেরকে জমা দিয়েছেন;
তার ফলের মূল্য হিসেবে প্রত্যেকে এক এক
হাজার মুদ্রা দেবে।
১২ আমার নিজের আঙ্গুরক্ষেত আমার সম্মুখে;

দেখুন। *আপেল গাছের নিচে।* প্রাচীন সময়ে, যৌন মিলন এবং জন্ম প্রায়ই ফলের গাছের সাথে যুক্ত ছিল।
৮:৬-৭ প্রেম ... পাতালের মত। তার শিখা ... মাবুদেরই আগুন। অনেক পানি ... ডুবিয়ে দিতে। এই তিনটি প্রজ্ঞার বিবৃতি (রচনা দেখুন) বৈবাহিক ভালবাসাকে সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে অনমনীয় এবং মানব অভিজ্ঞতার মধ্যে অপরাজেয় শক্তি হিসেবে বৈশিষ্ট মন্ডিত করে। এই বিবৃতিগুলোর মধ্য দিয়ে এই গজল সাহিত্যানুগ চরমসীমায় পৌঁছেছে এবং এই উদ্দেশ্য অনাবৃত করেছে।
৮:৬ মুদ্রাঙ্কিত করে রাখ। মুদ্রাঙ্ক তাদের মালিকের কাছে মূল্যবান ছিল, তাদের নিজেদের নামের মতই ব্যক্তিগত ছিল (পয়দা ৩৮:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *বাহুর।* সম্ভবত "হাত" এর জন্য একটি কাব্যিক সমার্থক। *অন্তর্জ্বালা পাতালের মত নিষ্ঠুর।* এই ক্ষেত্রে হিব্রু অভিব্যক্তিটি তীব্র অগ্নিশিখা, যা প্রভু জ্বালিয়েছেন– এই ধারণা পোষণ করে।
৮:৭ অনেক পানি। এই শব্দটি এই ধারণা দেয় যে, এটি শুধু মহাসাগরের গভীরের কথাই বলে না (জবুর ১০৭:২৩ দেখুন) কিন্তু আদিযুগীয় পানির কথাও বলে যা প্রাচীন নিকটপ্রাচ্যের লোকেরা বিশ্বের জন্য স্থায়ী হুমকি হিসেবে মনে করত (জবুর ৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। পানি মৃতদের জগতের সাথেও যুক্ত (জবুর ৩০:১)। *কেউ যদি ... তুচ্ছ জ্ঞান করে।* চতুর্থ প্রজ্ঞা বিবৃতি (৬-৭ আয়াতের নোট দেখুন), যা ভালবাসার অতুলনীয় মূল্য ঘোষণা করে।
৮:৮-১৪ এই গজলের উপসংহারের লাইনগুলোতে, ভাইদের কথা (৮-৯ আয়াত), প্রিয়তমের তার নিজের আঙ্গুরক্ষেতের উল্লেখ (১২ আয়াত) এবং সোলামানের প্রতি তার শেষ উল্লেখ (১১-১২ আয়াত) এই গজলের শুরুতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় (১:২ -৭ আয়াত দেখুন; ভূমিকা দেখুন: সাহিত্যিক বৈশিষ্টসমূহ)। লাইনগুলো প্রিয়তমের ভালবাসার এবং বিয়ের সময়গুলো এবং প্রিয়ের সাথে তার সম্পর্কের অঙ্কুরোদগমের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়।
৮:৮ প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে, প্রায়ই ভাইয়েরা তাদের বোনদের অভিবাবক ছিলেন, বিশেষ করে সেইসব বিষয়গুলোতে যার সাথে বিয়ে যুক্ত ছিল (পয়দা ২৪:৫০-৬০; ৩৪:১৩-২৭ আয়াত দেখুন)। *যে দিনে তার বিষয়ে প্রস্তাব হবে।* আগেরকার সময়ে প্রায়ই বিয়ে বাগদান করে হত।
৮:৯ এই কল্পনাপ্রবণ পদটি সম্ভবত আগে বোনকে (প্রিয়তমা) ভালবাসা এবং বিয়ের সঠিক সময়ের আগ পর্যন্ত রক্ষা করার জন্য ভাইদের সংকল্প। অথবা এটির অর্থ হতে পারে যে তার বিষয়ে প্রস্তাব হওয়ার আগে বিয়ের জন্য সে সঠিকভাবে সুশোভিত হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে ভাইয়েরা চিন্তিত।
৮:১০ আমি প্রাচীরস্বরূপা। সময়ের তুলনায় যখন তার ভাইয়েরা তাকে দেখে রাখছিল তখন প্রিয়তমা তার পরিপক্কতার বিষয়ে আনন্দ করছিলেন (ইহি ১৬:৭-৮ আয়াত তুলনা করুন)। *তার।* প্রিয়ের।
৮:১১-১২ এক এক হাজার মুদ্রা ... দুই শত মুদ্রা। এই সংখ্যাগুলোকে আক্ষরিকভাবে (দেখুন ইশা ৭:২৩) নিতে হবে কিনা তা অনিশ্চিত।
৮:১১ বাল্-হামোনে। হিব্রু হামোন মাঝে মাঝে বোঝায় "ধন-সম্পদ" অথবা "প্রাচুর্যতা"; এইভাবে বাল (অর্থাৎ "প্রভু") হামোনের অর্থ হতে পারে "প্রাচুর্যতার প্রভু"; যা সোলায়মানের মহা ধন-সম্পদের বিষয়ে মনে করি দেয়।
৮:১২ আমার নিজের আঙ্গুরক্ষেত। তার দেহ (১:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমার সম্মুখে।* যেহেতু সোলায়মান আঙুরক্ষেতের মালিক, তাই এখানে প্রিয়া বলতে তার স্ত্রীর আকর্ষণকে বুঝায়। সেই জন্য তিনি তার ভাগ সোলায়মানকে

হে সোলায়মান, সেই হাজার মুদ্রা তোমারই
হবে।
দুই শত মুদ্রা কৃষকদের থাকবে।
----
১৩ অয়ি উপবন-বাসিনী!
সখারা তোমার স্বর শুনবার জন্য কান পেতে
আছে,
আমাকে তা শুনতে দাও।
----
১৪ হে আমার প্রিয়, শীঘ্র চল,
সুগন্ধময় পর্বতশ্রেণীর উপরে,
কৃষ্ণসার কিংবা হরিণের বাচ্চার মত হও।

[৮:১৪] মেসাল ৫:১৯।

দেবার কথা বলছেন।

৮:১৩ উপবন-বাসিনি। ৭:১১-১২ আয়াতে প্রিয়তম তার প্রিয়কে গ্রামাঞ্চলে এবং আঙুরক্ষেতে তার সাথে যোগ দিতে আহবান জানিয়েছেন। এখানকার চিত্রটি তাকে সঠিকভাবে বাগানে স্থাপন করেছে। *সখাগণ।* পুরুষ; সম্ভবত প্রিয়ের সঙ্গীগণ (১:৭ আয়াত দেখুন)। *আমাকে তা শুনতে দাও।* ২:১৪ আয়াত দেখুন।

৮:১৪ কৃষ্ণসার কিংবা হরিণের শাবকের মত হও। আমার আনন্দের জন্য তোমার পুরুষপূর্ণ শক্তি এবং তৎপরতা দেখাও (২:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *সুগন্ধময় পর্বতশ্রেণীর উপরে।* ২:১৭ আয়াত তুলনা করুন।